কাব্য-গ্রন্থ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্য-গ্রন্থ।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,

সম্পাদক।

প্রকাশক—এস, সি, মজুমদার।

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,

মজুমদার লাইব্রেরি।

কলিকাতা—৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট্,

মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

১৩১০ সাল।

কাব্য-গ্রন্থ।

ভৃতীয় ভাগ।

কাব্য-গ্রন্থ।

তৃতীয় ভাগের সূচী।

কবি কথা।

প্রকৃতি গাথা।

হতভাগ্য।

কবিকথা।

দুয়ারে তোমার ভিড় করে' যারা আছে,
ভিক্ষা তাদের চুকাইয়া দাও আগে।
মোর নিবেদন নিভৃতে তোমার কাছে,
সেবক তোমার অধিক কিছু না মাগে।
ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র,
শুধু বীণাখানি রেখেছি মাত্র,
বসি এক ধারে পথের কিনারে
বাজাই সে বীণা দিবসরাত্র।

দেখ কতজন মাগিছে রতনধূলি,
কেহ আসিয়াছে যাচিতে নামের ঘটা,—
ভরি নিতে চাহে কেহ বিদ্যার ঝুলি,
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা।
আমি আনিয়াছি এ বীণাযন্ত্র,
তব কাছে লব গানের মন্ত্র,
তুমি নিজ হাতে বাঁধ এ বীণায়
তোমার একটি স্বর্ণতন্ত্র!

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোন কাজে,
পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে!
তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ
ঝঙ্কার দিব কত-কি ছন্দ,
যত গান গাব, তব বাঁধা তারে
বাজিবে তোমার উদার মন্দ্র!

———o———

কবিকথা।

মানস-সুন্দরী।

আজ কোন কাজ নয় ;—সব ফেলে দিয়ে
ছন্দবন্ধ গ্রন্থ গীত—এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে বস! আজ শুধু কূজন-গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে ; শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ-মদিরা,—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশিরা
লাবণ্যপ্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে'
চেতনা বেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কি আশা মেটে নি প্রাণে, কি সঙ্গীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কি আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,

এই মধুরতা দিক্ সৌম্য ম্লানকান্তি
জীবনের দুঃখ-দৈন্য-অতৃপ্তির 'পর
করুণ কোমল আভা গভীর সুন্দর!

বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস-সুন্দরি,
দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও,—মৃণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্ম্মান্ত হরষে,—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্তপ্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে!
অর্দ্ধেক অঞ্চল পাতি' বসাও যতনে
পার্শ্বে তব; সুমধুব প্রিয়-সম্বোধনে
ডাক মোরে, বল, প্রিয়, বল, প্রিয়তম;—
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে বাখি মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সঙ্গোপনে বলে' যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে ভরা ভাষা! অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া

বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধর-পুটে, ভক্তভৃঙ্গতরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে
সরস সুন্দর ;—নবস্ফুট-পুষ্প-সম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে' ধোরো; আনন্দ-আভায়
বড় বড় দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দুজনে; যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি উঠে, বসি' মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি
হাসিয়ো নীরবে অর্দ্ধ-নিমীলিত-আঁখি ;
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মত, অর্দ্ধেক রজনী ধরি'
কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি ; যদি গান
ভাল লাগে, গেয়ো গান ; যদি মুগ্ধ প্রাণ

নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই র'ব প্রিয়া!

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্যবিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনি,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সি,
মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্য্যের শশি,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধ চেনা-শোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকামূর্ত্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণধারে সদ্যঃস্নান করি'
বিকচকুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,

দেখায়ে গোপনপথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হ'তে; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য-ভবনে;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা বলে'
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য-মিথ্যা তুমি জান তার।

তার পরে একদিন—কি জানি সে কবে—
জীবনের বনে, যৌবন-বসন্তে যবে
প্রথম মলয়বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হয়ে আপন সঙ্গীতে
চমকিয়া হেরিলাম—খেলাক্ষেত্র হ'তে
কখন্ অন্তর লক্ষ্মি এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মত! কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া? পুরদ্বারে
কে দিয়াছে হুলুধ্বনি? ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষণ নব পুষ্পদল

তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে ?
সুন্দর সাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে
কি উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে
আমাব অন্তরগৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ লয়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জা আশা ভয়
সদা কম্পমান, পবশ নাহিক সয়
এত সুকুমার। ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গৃহিণী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসি অশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য-কথা। স্নিগ্ধদৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছনীলাম্বরসম ; হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত, পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মত, প্রীতি-স্নেহ
গভীর সঙ্গীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণ-বীণা-তন্ত্রী হ'তে রণিয়া রণিয়া

অনন্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে!

হাসিতেছ ধীরে ওগো রহস্যমধুরা!
কি বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনি মোর? কি কথা বুঝাতে চাও?
কিছু বলে' কাজ নাই—শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্ব্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
আমার আমারে; নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া!
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মত
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত,
সঙ্গীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি'
সমস্ত জীবন ব্যাপি' থরথর করি।
নাই বা বুঝিনু কিছু, নাই বা বলিনু,
নাই বা গাথিনু গান, নাই বা চলিনু
ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে! শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সঙ্গীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়

শিহরি জলিব শুধু কম্পিত শিথায়,
শুধু তরঙ্গের মত ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গপানে, বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না! দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্ত্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া!

মানসীরূপিণি ওগো, বাসনা বাসিনি,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণি,
পরজন্মে তুমি কিগো মূর্ত্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরি? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি; বসন্তবাতাসে
চঞ্চল বাসনা ব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে

করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা-রাতে
নির্জ্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্তহাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন !
শুধু ছায়া, শুধু মায়া, কিরণকম্পন,
স্পর্শহীন হর্ষের আবেশ—সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্বঠাঁই হতে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি ?
নদী হ'তে, লতা হ'তে আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি' গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশভরে ? কি নীল বসন
পরিবে সুন্দরি তুমি ? কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দুখানি হাতে ? কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে ?
কচি কেশগুলি পড়ি' শুভ্রগ্রীবা'পরে
শিরীষকুসুমসম সমীরণভরে

কাঁপিবে কেমন ? শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গম্ভীর স্নিগ্ধদৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয়—নব নীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে! কি সঘন পল্লবের ছায়,
কি সুদীর্ঘ কি নিবিড় তিমির-আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখ-বিভাবরী ? অধর কি সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব। লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কি করিয়া মুকুলি' বিকশি'
অনিবার সৌন্দর্য্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি'
নিঃসহ যৌবনে!

জানি, আমি জানি, সখি,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম-পথে—দাঁড়াবে থমকি',
নিদ্রিত অতীত কাঁপি' উঠিবে চমকি'
লভিয়া চেতনা!—জানি মনে হবে মম

চির-জীবনের মোর ধ্রুবতারা-সম
চিরপরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ !
আমার নয়ন হ'তে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হ'তে লইয়া বাসনা
আমার গোপন-প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে ? আমাদের দুই জনে
হবে কি মিলন ? দুটি বাহু দিয়ে বালা
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে ? কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদয়েশ্বরি
পারিব বাঁধিতে ? পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে ? জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্য্যে তোমার ! বাজিবে তোমার সুর
সর্ব্ব দেহে মনে ? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল ! প্রতি কাজে

রবে তব শুভহস্তদুটি। গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।

এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,
কল্পনার ছল? কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্ব্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্য্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি'? মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে!
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার!
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—
তবু কোন্ মায়াডোরে চির-সোহাগিনি
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়!
তাই ত এখনো মনে আশা জেগে রয়

আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে!
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি!
কখনো বা ভাবময়; কখনো মুরতি।

কি কথা বলিতেছিনু, কি জানি, প্রেয়সি,
অর্দ্ধ-অচেতন-ভাবে মনোমাঝে পশি'
স্বপ্ন-মুগ্ধ-মত? কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোন অর্থ তার? সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার!

ভাষা ও ছন্দ।

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দ্দাম দুর্ব্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল

তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জ্জটির প্রায় ; সেই মত বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—বক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্ত্তিয়া মুখে
নব ছন্দ ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্ত্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত,
তারে লয়ে কি করিবে, ভাবে মুনি কি তার উদ্দেশ,—
তরুণ গরুড়-সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট্ নীড়।—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে আহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ !

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখীদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে

বিস্মিত ব্যাকুল করি, উত্তরিলা তপোভূমি'পরে।
নমস্কার করি কবি, শুধাইলা সঁপিয়া আসন
"কি মহৎ দৈবকার্য্যে, দেব, তব মর্ত্ত্যে আগমন!"
নারদ কহিলা হাসি—"করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি
আমারে কহিলা ডাকি, যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এস,—বোলো তারে, 'ওগো ভাগ্যবান্,
এ মহাসঙ্গীতধন কাহারে করিবে তুমি দান!
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্ত্যলোকে দিবে অমরতা!'"

কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,
"দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য অর্থহারা! বহ্নি ঊর্দ্ধে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কি কহিছে স্বর্গ জানে; অরণ্য উঠায়ে লক্ষশাখা
মর্ম্মরিছে মহামন্ত্র; ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জ্জনগান; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হ'তে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি, মিলাইছে এক স্রোতে

সঙ্গীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধুপারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ!
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্দ্ধমুখে অনন্তগগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন!
প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্ম্মদ্বার মুহূর্ত্তেকে করি উদ্ঘাটন
নির্ব্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্ম্ম-কোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব্ব খেদ সকল প্রয়াস,
জীবলোকমাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস;
নক্ষত্রের ধ্রুবভাষা অনির্ব্বাণ অনলের কণা
জ্যোতিষ্কের সূচিপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,

দুর্গম পল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান ;—সেই মত প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত-আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস,
আত্মবিদারণকারী মর্ম্মান্তিক মহান্ নিশ্বাস!
মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্-অশ্বরাজ-সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম!
সূর্য্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি;
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ
যাবে চলি মর্ত্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্দ্ধপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।
মহাম্বুধি যেইমত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দ্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে,—
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে

দিক্ হ'তে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,—
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্য্যাদা করি দান!
হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে
স্বর্গ হ'তে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে!
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে!
ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে!
কহ মোরে বার্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সর্ব্বদর্শি হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম!"
নারদ কহিলা ধীরে "অযোধ্যার রঘুপতি রাম!"

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তিকথা,

কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে।
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে!"
নারদ কহিলা হাসি', "সেই সত্য যা' রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে! কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
এত বলি' দেবদূত মিলাইল দিব্যস্বপ্ন-হেন
সুদূর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

ঐশ্বর্য্য।

ক্ষুদ্র এই তৃণদল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
সরল মাহাত্ম্য লয়ে সহজে বিরাজে।
পূরবের নব সূর্য্য, নিশীথের শশী,
তৃণটি তাদেরি সাথে একাসনে বসি।
আমার এ গান এ-ও জগতের গানে
মিশে যায় নিখিলের মর্ম্মমাঝখানে ;—
শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মর্ম্মর
সকলের মাঝে তার আপনার ঘর।

কিন্তু, হে বিলাসি, তব ঐশ্বর্য্যের ভার
ক্ষুদ্র রুদ্ধদ্বারে শুধু একাকী তোমার।
নাহি পড়ে সূর্য্যালোক, নাহি চাহে চাঁদ,
নাহি তাহে নিখিলের নিত্য আশীর্ব্বাদ!
সম্মুখে দাঁড়ালে মৃত্যু মুহূর্ত্তেই হায়
পাংশুপাণ্ডু শীর্ণ ম্লান মিথ্যা হ'য়ে যায়!

কালিদাসের প্রতি।

আজি তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী,—কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস,—রাজ-অধিরাজ!
কোনো চিহ্ন নাহি কারো। আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জ্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে

গাহিতে বন্দনাগান,—গীতিসমাপনে
কর্ণ হ'তে বর্হ খুলি, স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া'পরে।

কুমারসম্ভবগান।

যখন শুনালে, কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান,—চারিদিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রমথগণ,—শিখরের 'পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যা-মেঘস্তর,—
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জ্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত
স্থির হ'য়ে দাঁড়াইল পার্ব্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ,—কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল,—কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে,—কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্তগানে।

মানসলোক।

মানস-কৈলাসশৃঙ্গে নির্জ্জনভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দিরপ্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি,—কবি কালিদাস!
নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধ-নীল ভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘন মেঘদলে,
জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।
আজিও মানসধামে করিছ বসতি;—
চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি
শঙ্করচরিতগানে ভরিয়া ভুবন।—
মাঝে হতে উজ্জয়িনী-রাজনিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
কোথা হ'তে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্রভা!
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি,
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি!

কাব্য।

তবু কি ছিল না তব সুখ-দুঃখ যত
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মত

হে অমর কবি! ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা, ষড়চক্র, আঘাত গোপন!
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব, কঠোর ক্রূর,—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি!
তবু সে সবার ঊর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্ম্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য্যকমল
আনন্দের সূর্য্যপানে; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দিনের কোন চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে' গেছ দান!

ঋতুসংহার।

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য সিংহাসন-'পরে।
মরকত-পাদপীঠ-বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন

স্বর্ণরাজছত্র ঊর্দ্ধে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের 'পরে ;—ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি ;
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নবনববর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে ; ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসরভবন।
নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী।

মেঘদূত।

নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ।
ঊর্দ্ধ হ'তে একদিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন ; মিলনের মরীচিকা,
যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা
মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেল মায়া-কুহেলিকা
খর রৌদ্রকরে। ছয় ঋতু সহচরী
ফেলিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি

সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ-যবনিকা—
সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা—
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন!
দেখা দিল চারিদিকে পর্ব্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম; বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

মেঘদূত।

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ স্নিগ্ধ আষাঢ়ের প্রথমদিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে
সঘন সঙ্গীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে'।

সে দিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ শিখরে
কি না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব!
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের

জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ়বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে' পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি।

সে দিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি' মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি' প্রিয়-গৃহপানে ? বন্ধন-বিহীন
নবমেঘ পক্ষ-'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্পভরা,—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্ত-কেশে, ম্লান বেশে সজল-নয়নে ?

সে দিনের পরে গেছে কতশতবার
প্রথমদিবস, স্নিগ্ধ নব বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন

তোমার কাব্যের 'পরে, করি' বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা ; করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া ; করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের ;
স্ফীত করি' স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিণী-সম !

কতকাল ধরে'
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত, বহুদীর্ঘ, লুপ্ত-তারাশশি
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ-মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন !
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনিসম
তব কাব্য হ'তে !

ভারতের পূর্ব্বশেষে
আমি বসে আজি, যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে

দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার-দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি' মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার-রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমলা বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি ; বেত্রবতী-কূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ-গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা

বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে'
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হতেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘন নীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ,
কোন্ মেঘশ্যাম শৈলে মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি' আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহাঝড়
চকিত-চকিত হয়ে' ভয়ে জড়সড়
সম্বরি' বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি'
বলে—"মাগো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি !"
কোথায় অবন্তীপুরী ; নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া ; যেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
সুপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম অভিসারে

সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
কচিৎ-বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবন-চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গী করি' অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে' ধূর্জ্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

এইমত মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি ; সেথা কে পারিত
লয়ে' যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে !
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল-শৈল-মূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা

কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা!
মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশিরেখা
পূর্ব্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়!
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হ'য়ে যায়,
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্য্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায়, হেরি চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জ্জন নিশা; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন উর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,

রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী-গিরি সকলের শেষে!

চৌর-পঞ্চাশিকা।

ওগো সুন্দর চোর,
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনকচাঁপার ডোর!
কত বসন্ত চলি গেছে হায়,
কত কবি আজি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চির-শয্যায়
ওগো সুন্দর চোর,
কোনো গানে আর ভাঙে না যে তার
অনন্ত ঘুমঘোর।

ওগো সুন্দর চোর,
কত কাল হ'ল কবে সে প্রভাতে
তব প্রেমনিশি ভোর!
কবে নিবে গেছে নাহি তাহা লিখা
তোমার বাসরে দীপানল-শিখা,

খসিয়া পড়েছে সোহাগ-লতিকা,
ওগো সুন্দর চোর,
শিথিল হয়েছে নবীন প্রেমের
বাহুপাশ সুকঠোর।

তবু সুন্দর চোর,
মৃত্যু হারায়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে
পঞ্চাশ শ্লোক তোর!
পঞ্চাশবার ফিরিয়া ফিরিয়া
বিদ্যার নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
তীব্র ব্যথায় মর্ম্ম চিরিয়া,
ওগো সুন্দর চোর,
যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে
মূঢ় আবেগে ভোর।

ওগো সুন্দর চোর,
অবোধ তাহারা বধির তাহারা
অন্ধ তাহারা ঘোর!
দেখে না শোনে না কে আসে কে যায়,
জানে না কিছুই কারে তারা চায়,

শুধু এক নাম এক সুরে গায়,
ওগো সুন্দর চোর—
না জেনে না বুঝে ব্যর্থ ব্যথায
ফেলিছে নয়ন লোব।

ওগো সুন্দর চোর
এক সুরে বাঁধা পঞ্চাশ গাথা
শুনে মনে হয় মোর
রাজভবনের গোপনে পালিত
রাজবালিকার সোহাগে লালিত
তব বুকে বসি শিখেছিল গীত,
ওগো সুন্দর চোর,
পোষা শুকসারী মধুরকণ্ঠ
যেন পঞ্চাশ-জোড়।

ওগো সুন্দর চোর,
তোমারি বচিত সোনার ছন্দ
পিঞ্জরে তারা ভোর!
দেখিতে পায় না কিছু চারিধারে,
শুধু চিরনিশি গাহে বারে বারে

তোমাদের চির-শয়ন-দুয়ারে
ওগো সুন্দর চোর—
আজি তোমাদের দুজনের চোখে
অনন্ত ঘুমঘোর।

উপহার।

নিভৃত এ চিত্তমাঝে   নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই   মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখদুঃখ গীতস্বর   ফুটিতেছে নিরন্তর,
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা;
বিচিত্র সে কলরোলে, ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির-জীবন তাই   আর কিছু কাজ নাই
রচি' শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে   তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গিহারা সৌন্দর্য্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহ-মন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি' অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্ত্তিমতী মর্ম্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সে আনন্দ-ক্ষণগুলি তব করে দিনু তুলি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

শেষ কথা।

(১)

মনে হয় কি-একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়!
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়!

শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখীর মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান মরে' গিয়ে, নূতন জীবনে
একটি কথায় চাহে হইতে বিলয়!
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী,
আর বাজাব না বীণা চিরদিনতরে,
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে!

(২)

মাঝে মাঝে মনে হয়, শত-কথা-ভারে
হৃদয় পড়েছে যেন নুয়ে একেবারে।
যেন কোন্ ভাব-যজ্ঞ বহু আয়োজনে
চলিতেছে অন্তরের সুদূর সদনে।
অধীর সিন্ধুর মত কলধ্বনি তার
অতি দূর হ'তে কানে আসে বারম্বার।
মনে হয় কত ছন্দ, কত না রাগিণী,
কত না আশ্চর্য্য গাথা, অপূর্ব্ব কাহিনী,

যত কিছু রচিয়াছে যত কবিগণে
সব মিলিতেছে আসি অপূর্ব্ব মিলনে ;
এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ
উচ্ছ্বসি উঠিবে যেন সেই মহাগান।
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলি আসি—
হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালবাসি।

ভক্তের প্রতি।

সরল সরস স্নিগ্ধ তরুণ হৃদয়,
কি গুণে তোমারে আমি করিয়াছি জয়
তাই ভাবি মনে। উৎফুল্ল উত্তান চোখে
চেয়ে আছ মুখপানে প্রীতির আলোকে
আমারে উজ্জ্বল করি। তারুণ্য তোমার
আপন লাবণ্যখানি ল'য়ে উপহার
পরায় আমার কণ্ঠে,—সাজায় আমারে
আপন মনের মত দেবতা-আকারে
ভক্তির উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করি।
সেথায় একাকী আমি সসঙ্কোচে মরি।

সেথা নিত্য ধূপে দীপে পূজা-উপচারে
অচল-আসন-'পরে কে রাখে আমারে!
গেয়ে গেয়ে ফিরি পথে আমি শুধু কবি।
নহি আমি ধ্রুবতারা, নহি আমি রবি।

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন।

হউক্ ধন্য তোমার যশ, লেখনী ধন্য হোক্,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে জাগাক্ সপ্তলোক।
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই,
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ, বিদ্রূপ কেন ভাই।
আমার এ লেখা কারো ভাল লাগে তাহা কি আমার দোষ?
কেহ কবি বলে, (কেহ বা বলে না), কেন তাহে তব রোষ?

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়, বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত কত ব্যথা ভেদ করি?
রাঙা ফুল হ'য়ে উঠিছে ফুটিয়া হৃদয়-শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মত পোহায়ে দুঃখরাত।
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল সে সাধ ফুটিছে গানে,
মরীচিকা রচি' মিছে সে তৃপ্তি, তৃষ্ণা কাঁদিছে প্রাণে!

এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে মর্ম্ম-কুসুম মম,
আসিছে পান্থ, যেতেছে লইয়া স্মরণচিহ্নসম।
কোন ফুল যাবে দু'দিনে ঝরিয়া, কোন ফুল বেঁচে র'বে,
কোন ছোট ফুল আজিকার কথা কালিকার কানে ক'বে।
তুমি কেন, ভাই, বিমুখ এমন, নয়নে কঠোর হাসি!
দূর হ'তে যেন ফুঁসিছ সবেগে উপেক্ষা রাশিরাশি।
কঠিন বচন জরিছে অধরে উপহাস-হলাহলে,
লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ ঘৃণার অনল জ্বলে।

ভালবেসে যাহা ফুটেছে পরাণে সবার লাগিবে ভাল,
যে জ্যোতি হরিছে আমার আঁধার সবারে দিবে সে আলো
অন্তরমাঝে সবাই সমান, বাহিরে প্রভেদ ভবে,
একের বেদনা করুণাপ্রবাহে সান্ত্বনা দিবে সবে।
তোমার দেবার যদি কিছু থাকে তুমিও দাও না এনে!
প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে তোমারে আপন জেনে।
ঘৃণা জ্বলে' মরে আপনার বিষে, রহে না সে চিরদিন,
অমর হইতে চাহ যদি, জেনো, প্রেম সে মরণহীন।
এতই কোমল মানবের মন এমনি পরের বশ,
নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে কিছুই নাহিক যশ।
তীক্ষ্ণ হাসিতে বাহিরে শোণিত, বচনে অশ্রু উঠে,

নয়নকোণের চাহনি-ছুরিতে মর্ম্মতন্তু টুটে।
সান্ত্বনা দেওয়া নহে ত সহজ, দিতে হয় সারা প্রাণ,
মানবমনের অনল নিভাতে আপনারে বলিদান।

দুর্ব্বল মোরা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ!
নেহারি' আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে' যা' পারি তাও করিব না? নিষ্ফল হব ভবে?
প্রেমফুল ফোটে, ছোট হ'ল বলে' দিব না কি তাহা সবে?
হয় ত এ ফুল সুন্দর নয় ধরেছি সবার আগে,
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে ভুলে কারো ভাল লাগে।
যদি ভুল হয়, ক'দিনের ভুল! দু'দিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন সেই কি অমর হবে?

প্রকাশ।

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ ত কহেনি কথা।
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা;
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে;
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,

নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি ;
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে।

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা-চাঁদ-মেঘের সহিতে এক হ'য়ে ছিল মিশি।
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপনমাখা ;
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরথে
ভাবনা-সাধনা-বেদনা-বিহীন বিফল ভ্রমণ-পথে ;
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে ঘন গম্ভীর মায়া!

দ্যুলোকে ভূলোকে ভাবে নাই কেহ আছে সে কিসের খোঁজে,
হেন সংশয় ছিল না কাহারো, সে যে কোন কথা বোঝে।
বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিলনাকো সাবধানে,
ঘনঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে।
বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুধিয়া দিত না তবু।

যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি।

শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত এ লোক জানে না চোখের ভাষা!
নলিনী যখন খুলিত পরাণ চাহি তপনের পানে
ভাবিত এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে!
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে,
ভাবিত, এ ক্ষ্যাপা কেমনে বুঝিবে কি আছে অগ্নিবেগে!
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্ম্মর কথা!

একদা ফাগুনে সন্ধ্যা-সময়ে সূর্য্য নিতেছে ছুটি,
পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণিমা-চাঁদ করিতেছে উঠি উঠি;
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভাণে
ছল করে' শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছুপানে;
কোনো সাহসিকা দুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি,
না চাহে নামিতে না চাহে থামিতে না মানে বিনয়বাণী;

কোনো মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে,
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে!

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল—নর-নারি, শুন সবে,
কতকাল ধরে' কি যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে।
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত—আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারারাত নিদ্ নাহি!
উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
এতকাল ধরে' তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন্ ছলে!
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
বড় বড় যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার মানে!

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল সরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি!
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা,
দখিন-বাতাস বলে গেল তারে—সকলি পড়েছে ধরা!
শুনে ছিছি বলে' শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা,
ভাবিল, মুখর এখনি না জানি আরো কি রটাবে কথা!
ভ্রমর কহিল যূথীর সভায়—যে ছিল বোবার মত
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত!

শুনিয়া তখনি করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারিসারি!
"হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ" হাসিয়া সবাই কহে—
"যে কথা রটেছে, একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে।"
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি—
"আকাশে পাতালে মরতে আজি ত গোপন কিছুই নাহি!"
কহিল হাসিয়া মালা হাতে ল'য়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
"ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি!"

হায় কবি হায়, সে হ'তে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী,—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি!
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছুপিছু
কোনদিন কোন গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু!
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে;—
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হ'তে উপবনে;
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাব ভরা,—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা।

যথাস্থান।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোন্ খানে তোর স্থান ?
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায়
বিদ্যেরত্ন-পাড়ায়।
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে,
কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,—
চলচে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক
সদাই দিবারাত্র—
পাত্রাধার কি তৈল, কিম্বা
তৈলাধার কি পাত্র,
পুঁথিপত্র মেলাই আছে
মোহধ্বান্ত-নাশন্
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে
পেতে চাস্ কি আসন ?
গান তা' শুনি গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান ?
পাষাণ-গাঁথা-প্রাসাদ'পরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনীর মঞ্চ জুড়ি'
পঞ্চহাজার গ্রন্থ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা ;
অস্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা !
ভৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে
যত্ন পূরামাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ি
সেথায় কর্‌বি যাত্রা ?
গান তা' শুনি কর্ণমূলে
মর্ম্মরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে !

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্

ওরে আমার গান
কোথায় পাবি মান ?
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে
এগ্‌জামিনের পড়ায়,
মন্‌টা কিন্তু কোথা থেকে
কোন্ দিকে যে গড়ায় !
অপাঠ্য সব পাঠ্য-কেতাব
সাম্‌নে আছে খোলা'
কর্ত্তৃজনের ভয়ে কাব্য
কুলুঙ্গিতে তোলা ;—
সেই খানেতে ছেঁড়া-ছড়া
এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল,
কর্‌বি কি তুই খেলা ?
গান তা' শুনে মৌনমুখে
রহে দ্বিধার ভরে,—
যাব-যাব করে' !

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,

কোথায় পাবি ত্রাণ ?
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ
যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে, ছুটি পায় সে
যখন মাঝে মাঝে।
বালিশতলে বইটি চাপা
টানিয়া লয় তারে,—
পাতাগুলিন্ ছেঁড়া-খোঁড়া
শিশুর অত্যাচারে,—
কাজল-আঁকা সিঁদুর-মাখা
চুলের গন্ধে ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে
চাস্ কি যেতে ত্বরা ?
বুকের 'পরে নিশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান !

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ ?

যেথায় সুখে তরুণ-যুগল
পাগল হ'য়ে বেড়ায়
আড়াল বুঝে' আঁধার খুঁজে'
সবার আঁখি এড়ায়,
পাখী তাদের শোনায় গীতি,
নদী শোনায় গাথা,
কতরকম ছন্দ শোনায়,
পুষ্প লতা পাতা,
সেই খানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ববাঁশীর ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেই খানে মোর স্থান।

কবির বয়স।

১

ওরে কবি সন্ধ্যা হ'য়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।

বসে' বসে' ঊর্দ্ধপানে চেয়ে
শুন্‌তেছ কি পরকালের ডাক ?
কবি কহে, সন্ধ্যা হ'ল বটে,
শুন্‌চি বসে' ল'য়ে শ্রান্তদেহ
এ পারে ঐ পল্লী হ'তে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।
যদি হোথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি
'মলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে ;—
কে তাহাদের মনের কথা ল'য়ে
বীণার তারে তুল্‌বে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে বসে'
পরকালের ভালমন্দই গণি !

২

সন্ধ্যা-তারা উঠে' অস্তে গেল,
চিতা নিবে' এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদ্‌বর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে।

শৃগালসভা ডাকে ঊর্দ্ধরবে
পোড়ো-বাড়ির শূন্য আঙিনাতে'—
এমন কালে কোন গৃহত্যাগী
হেথায় যদি জাগ্‌তে আসে রাতে,
জোড়হস্তে ঊর্দ্ধে তুলি মাথা
চেয়ে দেখে সপ্ত ঋষির পানে,
প্রাণের কূলে আঘাত করে ধীরে
সুপ্তিসাগর শব্দবিহীন গানে,—
ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুল্‌বে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে ?

৩

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক্‌-বয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে,

কারো অশ্রু উছ্‌লে পড়ে' যায়,
কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে ;—
কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে,
জগৎমাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ,
কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে,
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।
সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন্‌ শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক্‌ পাক।

কবিচরিত।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে !
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ,—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে ?

জানি না কেমনে মোর মাঝে লোকালয়
বাজায় তাহার সুখ-দুখ লাজ-ভয়,
কেমনে ধ্বনিয়া উঠে জয়-পরাজয়
আমার কণ্ঠে উদার মন্ত্রে জাগিয়া।
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ-কিরণ ঢাকি'
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,

লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।
নাহি জানি আমি কি পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি,
কোথা হ'তে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারি নে কাহারে।

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, এসেছ কাহারে ধরিতে?
মানুষ-আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে?

পুরস্কার।

সে দিন বরষা ঝরঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী—

"রাশিরাশি মিল করিয়াছ জড়,
রচিতেছ বসি' পুঁথি বড় বড়,
মাথার উপরে বাড়ি পড়-পড়
তার খোঁজ রাখ কি।
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব,
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধরে' এ কি ছেলেখেলা,
ভারতীরে ছাড়ি ধর এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।
ওগো ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি,
এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি
কিসে কড়ি আসে দুটো!"
দেখি সে মূরতি সর্ব্বনাশিয়া
কবির পরাণ উঠিল ত্রাসিয়া
পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া
কহে জুড়ি করপুট,—

"ভয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে,
লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে,
ঘরেতে আছেন নাইক ভাঁড়ারে
এ কথা শুনিবে কেবা।
আমার কপালে বিপরীত ফল,
চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,
ভারতী না থাকে থির এক পল
এত করি তাঁর সেবা!
তাই ত কপাটে লাগাইয়া খিল
স্বর্গে মর্ত্ত্যে খুঁজিতেছি মিল,
আনমনা যদি হই এক তিল
অমনি সর্ব্বনাশ!"
মনে মনে হাসি মুখ করি ভার
কহে কবিজায়া "পারিনেক আর
ঘরসংসার গেল ছারেখার
সব-তা'তে পরিহাস!"
এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুখানি
শিঞ্জিত করি কাঁকন দুখানি
চঞ্চল করে অঞ্চল টানি'
রোষছলে যায় চলি।

হেরি সে ভুবন-গরব-দমন
অভিমান-বেগে অধীর গমন,
উচাটন কবি কহিল "অমন
যেয়ো না হৃদয় দলি!
ধরা নাহি দিলে ধরিব দু'পায়
কি করিতে হবে বল সে উপায়,
ঘর ভরি' দিব সোনায় রূপায়
বুদ্ধি যোগাও তুমি!
একটুকু ফাঁকা যেখানে যা পাই
তোমারি মুরতি সেখানে চাপাই,
বুদ্ধির চাষ কোনখানে নাই,
সমস্ত মরুভূমি!"
"হয়েছে হয়েছে, এত ভাল নয়"
হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভনয়
"যেমন বিনয় তেমনি প্রণয়
আমার কপালগুণে!
কথার কখনো ঘটেনি অভাব,
যখনি বলেছি পেয়েছি জবাব,
একবার ওগো বাক্য-নবাব
চল দেখি কথা শুনে!

শুভ দিন-খণ দেখ পাঁজি খুলি',
সঙ্গে করিয়া লহ পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি'
চল রাজসভামাঝে!
আমাদের রাজা গুণীর পালক
মানুষ হইয়া গেল কত লোক,
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক
লাগিবে কিসের কাজে!"
কবির মাথায় ভাঙি পড়ে বাজ,
ভাবিল "বিপদ দেখিতেছি আজ,
কখনো জানিনে রাজা মহারাজ
কপালে কি জানি আছে!"
মুখে হেসে বলে "এই বই নয়।
আমি বলি আরো কি করিতে হয়।
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়
বিধবা হইবে পাছে!
যেতে যদি হয় দেরিতে কি কাজ।
ত্বরা করে' তবে নিয়ে এস সাজ!
হেমকুণ্ডল, মণিময় তাজ,
কেয়ূর, কনকহার!

বলে' দাও মোর সারথিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভাল ভাল দেখে'
কিঙ্করগণ সাথে যাবে কে কে
আয়োজন কর তার!"
ব্রাহ্মণী কহে "মুখাগ্রে যার
বাধে না কিছুই, কি চাহে সে আর,
মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে আর
না দেখি আবশ্যক!
নানা বেশভূষা হীরা রূপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি' উপাসনা,
সাজ করে' লও পূরায়ে বাসনা,
বসনা ক্ষান্ত হোক!"
এতেক বলিয়া ত্বরিতচরণ
আনে বেশ-বাস নানান্-ধরণ,
কবি ভাবে মুখ করি বিবরণ
আজিকে গতিক মন্দ!
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া-ঘষিয়া,
আপনার হাতে যতনে কষিয়া
পরাইল কটিবন্ধ!

উষ্ণীষ আনি মাথায় চড়ায়
কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,
অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়,
কুণ্ডল দেয় কানে।
অঙ্গে যতই চাপায় রতন,
কবি বসে' থাকে ছবির মতন,
প্রেয়সীর নিজ হাতের যতন
সেও আজি হার মানে।
এইমতে দুই প্রহর ধরিয়া
বেশভূষা সব সমাধা করিয়া,
গৃহিণী নিরখে ঈষৎ সরিয়া
বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা!
হেরিয়া কবির গম্ভীর মুখ
হৃদয়ে উপজে মহাকৌতুক,
হাসি' উঠি' কহে ধরিয়া চিবুক,
"আ মরি সেজেছ কিবা!"
ধরিল সমুখে আর্‌শি আনিয়া,
কহিল বচন অমিয় ছানিয়া,
'পুরনারীদের পরাণ হানিয়া
ফিরিয়া আসিবে আজি,

তখন দাসীরে ভুলোনা গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে
রতন ভূষণরাজি !'
কোলের উপরে বসি, বাহুপাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে,
কপোল রাখিয়া কপোলের পাশে
কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসি রাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে
ফাটিয়া বাহির হয় ;
কহে উচ্ছ্বসি, "কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব,
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব
ও রাঙা চরণতলে !"
বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি,
উষ্ণীষপরা মস্তক তুলি'
পথে বাহিরায় গৃহদ্বার খুলি'
দ্রুত রাজগৃহে চলে।

কবির রমণী কুতূহলে ভাসে,
তাড়াতাড়ি উঠি বাতায়নপাশে
উঁকি মারি চায় মনে মনে হাসে,
কালো চোখে আলো নাচে।
কহে মনে মনে বিপুল পুলকে,
"রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে,
এমনটি আর পড়িলনা চোখে
আমার যেমন আছে!"

এদিকে কবির উৎসাহ ক্রমে
নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে',
যখন পশিল নৃপ আশ্রমে
মরিতে পাইলে বাঁচে!
রাজসভাসদ সৈন্য পাহারা
গৃহিণীর মত নহে ত তাহারা,
সারি সারি দাড়ি করে দিশাহারা,
হেথা কি আসিতে আছে!
হেসে ভালবেসে দুটো কথা হয়
রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়,

মন্ত্রী হইতে দ্বারী মহাশয়
সবে গম্ভীরমুখ !
মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি আছে হেন যমের মূরতি
তাই ভাবি' কবি না পায় ফূরতি
দমি যায় তার বুক !
বসি' মহারাজ মহেন্দ্র রায়
মহোচ্চ গিরিশিখরের প্রায়
জন অরণ্য হেরিছে হেলায়
অচল অটল ছবি।
কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া,
শতশত দেশ সরস করিয়া,
সে মহামহিমা নয়ন ভরিয়া
চাহিয়া দেখিল কবি।
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ,
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদ-পঙ্কে !
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম
বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম্ম,

প্রথরমূর্ত্তি অগ্নিশর্ম্ম,
ছাত্র মরে আতঙ্কে!
কোন দিকে কোন লক্ষ্য না করে'
পড়ি' গেল শ্লোক বিকট হাঁ করে'
মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে!
কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু,
সবে বসি থাকে মাথা করি নীচু,
রাজা বলে "এঁরে দক্ষিণা কিছু
দাও দক্ষিণ হাতে!"
আসে নট ভাট রাজপুরোহিত,
কেহ একা কেহ শিষ্যসহিত,
কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত,
কারো বা হরিৎ বর্ণ।
আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য,
কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ,
যার যথামত পায় বরাদ্দ,
রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,
কবি কি করিবে ভাবে মনে মনে,

রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে
বিপন্ন মুখছবি।
কহে ভূপ "হোথা বসিয়া কে ওই,
এস ত মন্ত্রি সন্ধান লই!"
কবি কহি উঠে "আমি কেহ নই
আমি শুধু এক কবি।"
রাজা কহে "বটে! এস এস তবে,
আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে!"
বসাইলা কাছে মহাগৌরবে
ধরি তার কর দুটি!
মন্ত্রী ভাবিল—যাই এই বেলা,
এখন ত সুরু হবে ছেলেখেলা!—
কহে "মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি।"
রাজা শুধু মৃদু নাড়িলা হস্ত,
নৃপ-ইঙ্গিতে মহাতটস্থ
বাহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল!
পাত্র-মিত্র-অমাত্য-আদি,
অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী,

উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি
বন্যার যেন জল!

চলি গেল যবে সভ্যসুজন,
মুখোমুখী করি বসিলা দু'জন,
রাজা বলে "এবে কাব্যকূজন
আরম্ভ কর কবি!"
কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে
বাণীবন্দনা করে নতমুখে,
"প্রকাশো জননি নয়ন সমুখে
প্রসন্ন মুখছবি!
বিমল মানস সরস-বাসিনী,
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা!
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা!

বাজুক মা বীণা, মজুক ধবণী,
বাবেকের তরে ভুলাও, জননি,
কে বড় কে ছোট কে দীন কে ধনী
কে বা আগে কে বা পিছে,
কাব জয় হ'ল, কাব পবাজয়,
কাহার বৃদ্ধি, কার হ'ল ক্ষয়,
কে বা ভাল, আর কে বা ভাল নয়,
কে উপবে কে বা নীচে।
হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভবি' দিগ্‌দিগন্ত
হাসিয়া গিয়াছে ভাসি ;
এমনি ববষা আজিকার মত
কতদিন কত হ'য়ে গেছে গত,
নব মেঘভারে গগন আনত
ফেলেছে অশ্রুবাশি।
যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীবা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যে জন ভাল সে বেসেছে
আজি আমাদেব মত ;

তারা গেছে শুধু তাহাদের গান
দু'হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান,
দেশে দেশে, তার নাহি পরিমাণ,
ভেসে ভেসে যায় কত !
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
সমস্ত প্রাণে কেন যে, কে জানে,
ভরে' আসে আঁখিজল !
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল !
এ ধরার মাঝে তু'লয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে ক'দিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে।
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে !

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই ব'সয়া প্রাণমন খুলি',
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হ'তে আ'হরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে!
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি' দিব আমি সেই গীত আ'নি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর-অর্থভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি' নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে' দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তী-বাস-পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্যছায়,
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন্ করিয়া দিব

সংসারমাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
 তার পরে ছুটি নিব!
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
 আরো আপনার হবে!
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে',
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
 শিশিরের মত র'বে!
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
 মাগিছে তেমনি সুর;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দুচারিটা কথা
 রেখে যাব সুমধুর!

থাক হৃদাসনে জননি ভারতি,
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা।
কত সুখ ছিল হ'য়ে গেছে দুখ,
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,
ম্লান হ'য়ে গেছে কত উৎসুক
উন্মুখ ভালবাসা।
শুধু ও চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহসুরে ডাকে অন্তরমাঝে
—'আয় রে বৎস আয়,—
ফেলে রেখে আয় হাসি ক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চির নন্দন
চির বসন্তবায়।'—
সেই ভালো মাগো, যাক্ যাহা যায়,
জন্মের মতন বরিনু তোমায়,
কমলগন্ধ কোমল দু'পায়
বার বার নমো নমঃ।"—

এত বলি' কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধনয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরাণ
বীণাঝঙ্কারসম !
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল,
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল,
দু' বাহু বাড়ায়ে পরাণ উতল
কবিরে লইলা বুকে ,
কহিলা "ধন্য, কবিগো, ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কি আমি কহিব অন্য,
চিরদিন থাক সুখে !
ভাবিয়া না পাই কি দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে.
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে,
সব দিতে পারি আনি !"—
প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি' দুনয়ন কবি তারে বলে,—
"কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
ঐ ফুল মালাখানি !'—

মালা বাঁধি' কেশে কবি যায় পথে ,
কেহ শিবিকায় কেহ যায় রথে,
নানাদিকে লোক যায় নানা মতে
কাজের অন্বেষণে ;
কবি নিজ মনে ফিরিছে লুব্ধ
যেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ
কল্পধেনুর অমৃত দুগ্ধ
দোহন করিছে মনে !
কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ,
সন্ধ্যার মত পরি রাঙা বাস,
বসি একাকিনী বাতায়ন পাশ,
সুখহাস মুখে ফুটে।
কপোতের দল চারিদিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে
যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে
দিতেছে চঞ্চুপুটে।
অঙ্গুলি তার চলিছে যেমন
কত কি যে কথা ভাবিতেছে মন,
হেন কালে পথে ফেলিয়া নয়ন
সহসা কবিরে হেরি'

বাহুখানি নাড়ি মৃদু ঝিনি ঝিনি
বাজাইয়া দিল কর-কিঙ্কিণী,
হাসিজালখানি অতুলহাসিনী
ফেলিলা কবিরে বেরি'!
কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি'
অতি সত্বর সম্মুখে আসি'
কহে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসি'
—"দেখ কি এনেছি বালা!
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা!"
এত বলি মালা শির হ'তে খুলি'
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি'
কবি নারী রোষে কর দিল ঠেলি'
ফিরায়ে রহিল মুখ!
মিছে ছল করি' মুখে করে রাগ,
মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ,
হৃদয়ে উথলে সুখ।

কবি ভাবে, বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন,
বসি থাকে মুখ করি বিষন্ন,
শূন্য নয়ন মেলি' :
কবির ললনা আধখানি বেঁকে,
চোরা কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে,
পতির মুখের ভাবখানা দেখে'
মুখের বসন ফেলি'
উচ্চ কণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া
পড়িল তাহার বুকে,—
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া,
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া
শতবার করি আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তার মুখে।
বিস্মিত কবি বিহ্বল প্রায়,
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায় ;—
মালাখানি লয়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।

ভক্তি আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'ল এক মালা-বাঁধনে
লক্ষ্মী সরস্বতী।

কবির বিজ্ঞান।

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে! "আছি আমি'
এ কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয় স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে! "আছি আর আছে",
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর? তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, "এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে!" করে তারা একাকার
অস্তিত্ব রহস্যরাশি করি অস্বীকার!
একমাত্র তুমি জান এ ভব-সংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব,—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া!

প্রকৃতিগাথা।

তোমার বীণায় কত তার আছে
কত না সুরে,
আমি তারি সাথে আমার তারটি
দিবগো জুড়ে!
তার পর হতে প্রভাতে সাঁঝে
তব বিচিত্র রাগিণী মাঝে
আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া
বাজিবে তবে!
তোমার সুরেতে আমার পরাণ
জুড়ায়ে র'বে!

তোমার তারায় মোর আশাদীপ
রাখিব জ্বালি'।
তোমার কুসুমে আমার বাসনা
দিবগো ঢালি'।
তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে
দুলিবে সুখে!
মোর পরাণের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে!

জ্যোৎস্না-রাত্রে।

বহু দিন পরে আজি দক্ষিণ বাতাস
প্রথম বহিছে। মুগ্ধ হৃদয় দুরাশ
তোমার চরণপ্রান্তে বাখি' তপ্ত শিব
নিঃশব্দে ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীব
হে মৌন রজনী। পাণ্ডুর অম্বর হতে
ধীবে ধীবে এস নামি' লঘু জ্যোৎস্নাস্রোতে,
মৃদু হাস্যে নতনেত্রে দাঁড়াও আসিয়া
নির্জ্জন শিয়রতলে। বেড়াক্ ভাসিয়া
রজনীগন্ধাব গন্ধ মদির-লহরী
সমীব-হিল্লোলে, স্বপ্নে বাজুক্ বাঁশবী
চন্দ্রলোকপ্রান্ত হতে; তোমার অঞ্চল
বায়ুভবে উড়ে এসে পুলক চঞ্চল
করুক্ আমাব তনু; অধীব মর্ম্মবে
শিহবি উঠুক্ বন, মাথার উপবে
চকোর ডাকিয়া যাক্ দূরশ্রুত তান,
সম্মুখে পড়িয়া থাক্ তটান্ত-শয়ান
—সুপ্ত নটিনীর মত—নিস্তব্ধ তটিনী
স্বপ্নালসা!

হের আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি মাঝে! অসীম সুন্দর
ত্রিলোকনন্দনমূর্ত্তি! আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি,—বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে, নাহি তার সীমা!
আজি মোরে কর দয়া, এস তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব হে রহস্যময়ী
খুলে ফেল,—আজি ছিন্ন করে ফেল ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর!
মহামৌন অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হতে উঠে এস ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মত হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে! সমস্ত প্রহরগুলি
ছিন্ন পুষ্পদল সম পড়ে যাক্ খুলি

তব চারিদিকে,—বিদীর্ণ নিশীথখানি
খসে যাক্ নীচে! বক্ষ হতে লহ টানি'
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি'
শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহ অপসরি'
উন্মুক্ত অলক! কোনো মর্ত্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মূরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।
উৎসুক উন্মুখ চিত্ত চরণের তলে
চকিতে পরশ কর;—একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও—একান্ত নির্জ্জন
সন্ধ্যার তারার মত; আলিঙ্গন-স্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি
বাজায়ে শিরার তন্ত্রে! ফাটুক্ হৃদয়
ভূমানন্দে – ব্যাপ্ত হয়ে যাক্ শূন্যময়
গানের তানের মত! একরাত্রি তরে
হে অমরী, অমর করিয়া দাও মোরে।

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি,—কানে আসিতেছে সুমধুর
রিণিঝিনি রুণুঝুনু সোনার নূপুর,—

কার কেশপাশ হতে খসি' পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনা প্রবাহ! কোথায় গাহিছ গান!
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণ কনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত,—
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণ বিকশিত
পারিজাত;— গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে,—উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব্ব বিরহে! খোল দ্বার, খোল দ্বার!
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্য্য-সভায়! নন্দনবনের মাঝে
নির্জ্জন মন্দিরখানি,—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ম্ময়ী বালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা!

চৈত্র-রজনী।

আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো
  চৈত্র-নিশীথশশী!
তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে
  কি দেখিছ একা বসি',
  চৈত্র-নিশীথশশী?

কত নদীতীরে, কত মন্দিরে,
  কত বাতায়নতলে,
কত কানাকানি, মন-জানাজানি,
  সাধাসাধি কতছলে!
শাখা প্রশাখার, দ্বার জানালার
  আড়ালে আড়ালে পশি'
কত সুখদুখ কত কৌতুক
  দেখিতেছ একা বসি,
  চৈত্র-নিশীথশশী।

মোরে দেখ চাহি, কেহ কোথা নাহি,
শূন্য ভবনছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।
তোমারি মতন একাকী আপনি
চাহিয়া রয়েছি বসি',
চৈত্র-নিশীথশশী।

— —

চৈত্রের গান।

ওরে আমার কর্ম্মহারা ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া
ওরে আমার মনরে আমার মন।
জানিনে তুই কিসের লাগি কোন্ জগতে আছিস জাগি',
কোন্ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন!
কোন্ পুরাণো যুগের বাণী অর্থ যাহার নাহি জানি,
তোমার মুখে উঠ্‌চে আজি ফুটে!
অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি কোন্ ভাষাতে গাঁথ্‌চে গীতি
শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে!
আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্চে তোমার পাখা উড়ে
তোমার সাথে চল্‌তে আমি নারি!

তুমি যাদের চিনি বলে' টান্‌চ বুকে নিচ্চ কোলে
আমি তাদের চিন্‌তে নাহি পারি!

আজ্‌কে নবীন চৈত্রমাসে পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে সব ব্যথা
এই জীবনে নাইক তাহার হেতু!
গভীর চিত্তে গোপন শালা সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
জানিনে সে কোন্ জনমের পাওয়া,
দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া!
ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠিরূপে
ভাঙাল তার চিরযুগের ঘুম।
দেখ্‌চে লয়ে' মুকুর করে আঁকা তাহার ললাট'পরে
কোন্ জনমের চন্দন-কুঙ্কুম!

আজকে হৃদয় যাহা কহে মিথ্যা নহে সত্য নহে,
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ!
খুলে গেছে কেমন করে' আজি অসম্ভবের ঘরে,
মর্চে-পড়া পুরাণো কুলুপ।

সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে যক্ষশালায় বীণা বাজে.
ফেণিয়ে ওঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্ম্মরিত-তমাল-ছায়ে ভিজে-চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে চেনে না বা কেউ!
শৈলতলে চরায় ধেনু রাখালশিশু বাজায় বেণু
চূড়ায় তারা সোনার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়ে লিখা চৈত্রমাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্ব্বধন-তরে!

গাছের পাতা যেমন কাঁপে দখিন বায়ে মধুর তাপে,
তেম্‌নি মম কাঁপ্‌চে সারা প্রাণ!
কাঁপচে দেহে কাঁপচে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মর্ম্মরিয়া উঠ্‌চে কলতান!
কোন্‌ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনিনে গো,
মোর দ্বারে কে কর্‌চে আনাগোনা!
ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,

জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম বোলানো তান!

শুনাস্‌নে গো ক্লান্ত বুকের বেদ্‌না যত সুখের দুখের
প্রেমের কথা, আশার নিরাশার!
শুনাও শুধু মৃদুমন্দ অর্থবিহীন কথার ছন্দ
শুধু সুরের আকুল ঝঙ্কার!
ধারাযন্ত্রে স্নান করি' যত্নে তুমি এস পরি'
পীতবরণ লঘুবসনখানি।
ভালে আঁক ফুলের রেখা চন্দনেরি পত্রলেখা,
কোলের 'পরে সেতার লহ টানি'!
দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীলছায়া গাছের সারে
নয়নদুটি মগ্ন করি চাও!
ভিন্নদেশী কবির গাঁথা অজানা কোন্‌ ভাষার গাথা
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গাও!

———

বসন্ত।

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে,
মত্ত কুতূহলী,
প্রথম যে দিন খুলি' নন্দনের দক্ষিণ দুয়ার
মর্ত্ত্যে এলে চলি,—
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটির-প্রাঙ্গনে
পীতাম্বর পরি',
উতলা উত্তরী হ'তে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দার-মঞ্জরী,—
দলে দলে নর-নারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি'
লয়ে বীণা বেণু
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি' পুষ্পরেণু!

সখা, সেই অতিদূর সদ্যোজাত আদি মধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণ মদিরায়,

সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্ত প্রবীন
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আজো পুনর্ব্বার
সাজাইলে সাজি।
তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোক-লোকান্তের
কান্ত মধুরতা!

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি'
লক্ষ দিন যামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু, গান, হাসি।
যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার,
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা-কাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্ন সেচন-সিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে

কম্পিত কুণ্ঠিত কত অসংখ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে!

আমার বসন্ত রাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে কয়টি কথা,
তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা?
সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি
স্মিত শুভ্রমুখী,
তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক উন্নমিতা,
একান্ত কৌতুকী,
কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবন-কাব্য গাথা
লয়েছিল পড়ি'
কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে
বাসনা বাঁশরী।

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,
ওগো মধুমাস,
তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
হইবে প্রকাশ।

বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি'
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহু কলস্বরে।
অমর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্ম্মর নিঃশ্বাসে,
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্র-সন্ধ্যাকাশে।

বর্ষামঙ্গল।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা!
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা!

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িত-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক্ স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা!
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা!

আন মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী!
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুল-লোচনা,
ভূর্জ্জ-পাতায় নব গীত কর রচনা
মেঘমল্লার-রাগিণী!
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী!

কেতকী-কেশরে কেশপাশ কর সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী,

কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁক নয়নে!
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখিরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল শয়নে!

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে;
শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী;
কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী;
শূন্যশয়নে কোথা জাগ পুরকামিনী।

যূথি-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলোনা,
নীপশাখে বাঁধ ঝুলনা।

কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা !
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা !

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
ছুলিছে পবনে সনসন বন-বীথিকা
গীতময় তরুলতিকা !
শতেকযুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা !
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা !

নববর্ষা ।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে ।

শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে।

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।

নব তৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে?
ওগো নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি?
তড়িৎ শিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে?
ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে?

ওগো নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে বসে অমল বসনে
শ্যামল বসনে?

সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে !
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে বসে' অমল বসনে ?

ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ?

বিকচ-কেতকী তটভূমিপরে
কে বেঁধেছে তা'র তরণী
তরুণ তরণী ?

রাশি রাশি তুলি' শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদল-রাগিণী সজল নয়নে
গাহিছে পরাণ-হরণী।
বিকচ-কেতকী তটভূমিপরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে!
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি' নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে!
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে!

মেঘমুক্ত।

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়!
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায়!
ঝিকিঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের দু'ধারে শাখে শাখে আজি
পাখীরা গায়!
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে
আয় গো আয়।

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিঘি,
না আছে তল;
কূলে কূলে তার ছেপে ছেপে আজি
উঠেছে জল।
এঘাট হইতে ওঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হল তীরে আর নীরে
তাল-তলায়।

আজ ভোর হতে নাই গো বাদল
আয় গো আয়।

ঘাটে পঁইঠায় বসিবি বিরলে
ডুবায়ে গলা।
হবে পুরাতন প্রাণের কথাটি
নূতন বলা।
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি করে' ভেসে যাবে মেঘ
আকাশ-গায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল
আয় গো আয়!

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে
উঠেছে বেলা;
খঞ্জন দুটি আলস্যভরে
ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমির-নিবিড় ঘনঘোর ঘুমে
স্বপন প্রায়।

আজ ভোর থেকে নাইগো বাদল,
আয় গো আয়।
মেঘ ছুটে গেল, নাইগো বাদল,
আয় গো আয়।
আজিকে সকালে শিথিল কোমল
বহিছে বায়
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবালপরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে' আছে বক
গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাইগো বাদল
আয় গো আয়।

আষাঢ়।

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে, ঘরের
বাহিরে!

বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহিরে!
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।

ওই ডাকে শোন ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আন গোহালে!
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি?
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারা দিন আজি খোয়ালে!
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে!

শোন শোন ঐ পারে যাবে বলে'
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে?

খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে!
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজিরে!
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে!

ওগো আজ তোরা যাস্‌নেগো তোরা
যাসনে ঘরের বাহিরে!
আকাশ আঁধার বেলা বেশী আর
নাহিরে!
ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ চাহিরে!
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।

মেঘোদয়ে।

দেখ চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
আর কোরো না দেরি।
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরণ,
দাঁড়াও তোমায় হেরি।
দাঁড়াও গো ঐ আকাশকোলে,
দাঁড়াও আমার হৃদয়দোলে,
দাঁড়াও গো ঐ শ্যামলতৃণ'পরে।
আকুল চোখের বারি বেয়ে
দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
দাঁড়াও আমার জন্মজন্মান্তরে!
অম্‌নি করে ঘনিয়ে তুমি এস,
অম্‌নি করে তড়িৎ হাসি হেস,
অম্‌নি করে উড়িয়ে দিও কেশ!
অম্‌নি করে নিবিড় ধারাজলে

অম্‌নি করে ঘন তিমির তলে
আমায় তুমি কর নিরুদ্দেশ।

ওগো তোমার দরশ লাগি,
ওগো তোমার পরশ মাগি,
গুমরে মোর হিয়া।
রহি রহি পরাণ ব্যেপে
আগুনরেখা কেঁপে কেঁপে
যায় গো ঝলকিয়া।
আমার চিত্ত আকাশ জুড়ে
বলাকাদল যাচ্চে উড়ে
জানিনে কোন্ দূরসমুদ্রপারে।
সজলবায়ু উদাস ছুটে,
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
পথবিহীন গহন অন্ধকারে।
ওগো তোমার আন খেয়ার তরী,
তোমার সাথে যাব অকূল'পরি,
যাব সকল বাঁধন বাধা-খোলা।
ঝড়ের বেলা তোমার স্মিতহাসি

লাগ্‌বে আমার সর্ব্বদেহে আসি,
তবাস-সাথে হরষ দিবে দোলা!

ঐ যেখানে ঈশানকোণে
তড়িৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে
বিজন উপকূলে,
তটের পায়ে মাথা কুটে'
তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
গিরির পদমূলে;
ঐ যেখানে মেঘের বেণী
জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
মঞ্জরিছে নারিকেলের শাখা,
গরুড়সম ঐ যেখানে
ঊর্দ্ধশিরে গগনপানে
শৈলমালা তুলেছে নীলপাখা,
কেন আজি আসে আমার মনে
ঐখানেতে মিলে' তোমার সনে
বেঁধেছিলেম বহুকালের ঘর,
হোথায় ঝড়ের নৃত্যমাঝে

ঢেউয়ের সুরে আজো বাজে
যুগান্তরের মিলনগীতিস্বর।

কেগো চিরজনমভরে'
নিয়েছ মোর হৃদয় হরে'
উঠ্‌ছে মনে জেগে!
নিত্যকালের চেনাশোনা
কর্‌চে আজি আনাগোনা
নবীন ঘনমেঘে!
কত প্রিয়মুখের ছায়া
কোন্ দেহে আজ নিল কায়া,
ছড়িয়ে দিল সুখদুখের রাশি,
আজ্‌কে যেন দিশে দিশে
ঝড়ের সাথে যাচ্চে মিশে
কত জন্মের ভালবাসাবাসি!
তোমায় আমায় যতদিনের মেলা,
লোকলোকান্তে যত কালের খেলা
একমুহূর্ত্তে আজ কর সার্থক।
এই নিমেষে কেবল তুমি একা

জগৎ জুড়ে দাও আমারে দেখা,
জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক্!

পাগল হ'য়ে বাতাস এল,
ছিন্ন মেঘে এলোমেলো
হচ্চে বরিষণ,
জানি না দিগ্‌দিগন্তরে
আকাশ ছেয়ে কিসের তরে
চল্‌ছে আয়োজন!
পথিক গেছে ঘরে ফিরে,
পাখীরা সব গেছে নীড়ে
তরণী সব বাঁধ' ঘাটের কোলে,
আজি পথের দুই কিনারে
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ দ্বারে
দিবস আজি নয়ন নাহি খোলে!
শান্ত হ'রে শান্ত হ'রে প্রাণ,
ক্ষান্ত করিস্ প্রগল্‌ভ এই গান,
স্তব্ধ করিস্ বুকের দোলাদুলি!
হঠাৎ যদি দুয়ার খুলে যায়,

হঠাৎ যদি হরষ লাগে গায়
তখন চেয়ে দেখিস্ আঁখি তুলি।

বৈশাখ।

হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ!
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি পিনাক করাল
কারে দাও ডাক!
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

ছায়ামূর্ত্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!
কি ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্ত্তি তব অনুচর!

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ!
রহি রহি দহি দাহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া

আবর্ত্তিয়া তৃণপর্ণ ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণু-রাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ !

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্যাসী !
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী,
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্যাসী !

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার !

হে বৈরাগী কর শান্তিপাঠ !
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,

যাক্ নদী পার হয়ে যাক্ চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ!
হে বৈরাগী কর শান্তিপাঠ!

সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
অশ্বত্থ ছায়াতে
সকরুণ তব মন্ত্রসাথে!

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকার-ক্ষুব্ধ ধূলাসম উড়ুক্ গগনে,
ভরে' দিক্ নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধসনে
আকুল আকাশ!
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ!

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে—বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া

জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষ কোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল!
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল!

ছাড় ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন তন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্!
হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ!

সন্ধ্যা।

আমার খোলা জানালাতে
শব্দবিহীন চরণপাতে
কে এলে গো, কে গো তুমি এলে!
একলা আমি বসে আসি
অস্তলোকের কাছাকাছি
পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে।

অতি সুদূর দীর্ঘপথে
আকুল তব আঁচল হ'তে
আঁধারতলে গন্ধরেখা রাখি'
জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
কখন্ এলে দুয়ারদেশে
শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি।
তোমাব সাথে আমার পাশে
কত গ্রামের নিদ্রা আসে,
পান্থবিহীন পথেব বিজনতা,
ধূসর আলো কত মাঠের,
বধূশূন্য কত ঘাটের
আঁধাব কোণে জলের কলকথা।
শৈলতটেব পায়েব পরে
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্ন তাবি আন্‌লে বহন করি,'
কত বনের শাখে শাখে
পাখীর যে গান সুপ্ত থাকে
এনেছ তাই মৌন নূপুর ভবি।
ভালে তোমার কোমল হস্ত
এনে দেয়গো সূর্য্য-অস্ত,

এনে দেয় গো কাজের অবসান,
সত্যমিথ্যা ভালমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান!
আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
দেহ যেন মিলায় শূন্যপরি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্ব্বহৃদয় ভরি।
যেম্‌নি তব দখিনপাণি
তুলে নিল প্রদীপখানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে
গৃহ আমার একনিমেষে
ব্যাপ্ত হ'ল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবনে।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কা'রা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি।'
আজি আমার দ্বারের কাছে

আদিম নিশা স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি!
এই মুহূর্ত্তে আধেক ধরা
ল'য়ে তাহার আঁধার-ভরা
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি
আমার বাতায়নে এসে
দাঁড়িয়েছে আজ দিনের শেষে,
শোনায় তোমায় গুঞ্জরিত গীতি!
চক্ষে তব পলক নাহি,
ধ্রুবতারার দিকে চাহি
তাকিয়ে আছ অনাদিকালপানে!
নীরব ছুটি চরণ ফেলে
আঁধার হ'তে কে গো এলে
আমার ঘরে আমার গীতে গানে!
কত মাঠের শূন্যপথে,
কত পুরীর প্রান্ত হ'তে,
কত সিন্ধুবালুর তীরে তীরে,
কত শান্ত নদীর পারে,
কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে,
কত সুপ্ত গৃহদুয়ার ফিরে'

কত বনের বায়ুর পরে
এলোচুলের আঘাত করে'
আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে।
বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সুরের
আনিলে গান আমার বাতায়নে।

রাত্রি।

মোরে কর সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্ব্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা!
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমাকে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরবঘর্ঘর মহারথে।
তুমি একেশ্বরী রাণী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে
সুগম্ভীরা হে শ্যামাসুন্দরী!

দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাট্ ভাণ্ডারে প্রবেশিয়া
নীরবে রাখিছ ভাণ্ড ভরি!
নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তি-সিংহাসনে
তোমার মহান্ জাগরণ!
আমারে জাগায়ে রাখ সে নিস্তব্ধ জাগরণ তলে
নির্নিমেষ পূর্ণ সচেতন।
কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর!
তোমার নির্ব্বাক্ মুখে এক দৃষ্টে চেয়েছিল বসি
কত ভক্ত জুড়ি দুই কর!
দিবস মুদিলে চক্ষু, ধীরপদে কৌতূহলী দল
অঙ্গনে পশিয়া সাবধানে
তব দীপহীন কক্ষে সুখ দুঃখ জন্মমরণের
ফিরিয়াছে গোপন সন্ধানে!
স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্দ্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি!
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা কাতর,
চকিতে বিদ্যুৎ-রেখাবৎ

তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।
জগতের সেইসব যামিনীর জাগরূকদল
সঙ্গীহীন তব সভাসদ
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে
গণিতেছে গোপন সম্পদ!
কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি;
হে শর্ব্বরী সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

শুক্ল-সন্ধ্যা।

শূন্য ছিল মন,
নানা কোলাহলে ঢাকা,
নানা-আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা জনতায় ফাঁকা,
কর্ম্মে অচেতন
শূন্য ছিল মন!

জানি না কখন্ এল নূপুর-বিহীন
নিঃশব্দ গোধূলি !
দেখি নাই স্বর্ণরেখা,
কি লিখিল শেষ লেখা
দিনান্তের তূলি।
আমি যে ছিলাম একা
তা-ও ছিনু ভুলি !
আইল গোধূলি।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মত
কোন্ স্বর্গ হতে
চাঁদখানি ল'য়ে হেসে
শুক্ল-সন্ধ্যা এল ভেসে
আঁধারের স্রোতে।
বুঝি সে আপনি মেশে
আপন আলোতে !
এল কোথা হতে।

অকস্মাৎ-বিকশিত পুষ্পের পুলকে
তুলিলাম আঁখি।

আর কেহ কোথা নাই,
সে শুধু আমারি ঠাঁই
এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়াল তাই
মোর মুখে রাখি
অনিমেষ আঁখি!

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জ-বিতানে,—
কার্ কথা হেনকালে
কহি গেল কাণে,
শুনেছি পুরাণে!

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মত আকাশ বাহিয়া
এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর

ভাষাহীন মুখে!
সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলনকৌতুকে
এল মোর বুকে!

দুইখানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে
সর্ব্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির
নিস্পন্দ রহিল স্থির,
কথাটি না ক'য়ে।
কোন্ পদ্ম বনানীর
কোমলতা ল'য়ে
পশিল হৃদয়ে?

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা!
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।
এই শুধু বুঝিলাম

না পাইলে দেখা
বব আমি একা!

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয এ দিন-বজনী,
এ মোব জীবন।
হায় হায চিবদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমেব ঋণ
কবিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

ওগো দূত দূববাসি, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দব।
চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে
কি দিব উত্তব?
অশ্রু আসে দু'নয়ানে,
নির্ব্বাক্ অন্তব।
হে সৌম্য-সুন্দব।

———

বর্ষ শেষ।*

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে' আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি দীর্ঘধারা।
বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান;
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্ব্বশেষ গান।

ধূসর-পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় উর্দ্ধমুখে,
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী।

* ১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত।

বীণাতন্ত্রে হান হান খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনা,
তোল উচ্চসুর!
হৃদয় নির্দ্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
ধাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্দ্ধবেগে
অনন্ত আকাশে!
উড়ে যাক্ দূরে যাক্ বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে!

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক্ তবে!
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত্ত আঘাতে
উড়ে হোক্ ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়!

মুক্ত করি দিনু দ্বার—আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বুকে,

শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে!
বিজয় গর্জ্জন স্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক্
মঙ্গল নির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্ম্মল
কঠিন সন্তোষ!

সে পূর্ণ উদাত্তধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্ত্তে অখণ্ডমূর্ত্তি ধরি
হউক বাহির!
নাহি তাহে দুঃখ সুখ পুরাতন তাপ-পরিতাপ
কম্প লজ্জা ভয়,
শুধু তাহা সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়!

হে নূতন, এস তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে!

কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্ত্তেকে দিক্‌দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহ ক্ষণকাল !

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘন-গূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,—
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্র মুখে
বায়ুগর্জ্জে আসে, —
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণবেগে
বিদ্ধ করি হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে !

এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি',
এবার আসনি তুমি মর্ম্মরিত কূজনে গুঞ্জনে,—
ধন্য ধন্য তুমি !
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়,—

বজ্রমন্ত্রে কি ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,—
জয় তব জয়!

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল!
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংশ ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে!

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান!
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান!
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চ্চি-রেখা;
করযোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানি না
কি তাহাতে লেখা।

হে কুমার হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি' অন্তরেতে হউক্ কম্পিত
সুতীব্র স্বনন!
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান!
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ!

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক!
মুহূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি,—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জ্জন করি!

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,

নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আব জীবনেবে খণ্ড খণ্ড কবি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়!

যে পথে অনন্ত লোক চলিযাছে ভীষণ নীববে
সে পথপ্রান্তেব
এক পার্শ্বে বাখ মোবে, নিবখিব বিবাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তেব!
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন কবে উর্দ্ধে লযে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান্ মৃত্যুব সাথে মুখামুখি কবে দাও মোবে
বজ্রেব আলোতে।

তাব পবে ফেলে দাও, চূর্ণ কব, যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন কব পাখা!
যেখানে নিক্ষেপ কব হৃতপত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,

ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত-তমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ!

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন;
মেঘের অন্তর পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথ গগনে!

হতভাগ্য।

পথের পথিক করেছ আমায়
  সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে
  সেই আলো মোর সেই আলো।
  ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়া-তরি,
  তাও কি ডুবালে ছল করি'?
সাঁতারিয়া পার হব বহি ভার,
  সেই ভালো মোর সেই ভালো।

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
  সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে
  সেই আলো মোর সেই আলো।
  সাথী যে আছিল নিলে কাড়ি',
  কি ভয় লাগালে, গেল ছাড়ি।
একাকীর পথে চলিব জগতে
  সেই ভালো মোর সেই ভালো।

কোনো মান তুমি রাখনি আমার
  সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
  সেই আলো মোর সেই আলো।
  পাথেয় যে ক'টি ছিল কড়ি
  পথে খসি' কবে গেছে পড়ি',
শুধু নিজবল আছে সম্বল
  সেই ভালো মোর সেই ভালো

হতভাগ্য।

কাল্পনিক।

আমি   কেবলি স্বপন করেছি বপন
        বাতাসে,—
তাই   আকাশকুসুম করিনু চয়ন
        হতাশে।
    ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
    কূল নাহি পায় আশার তরণী,
    মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
        আকাশে।

কিছু   বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-
        বাঁধনে।
কেহ   নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-
        সাধনে।
    আপনার মনে বসিয়া একেলা
    অনল-শিথায় কি করিনু খেলা,

দিন-শেষে দেখি ছাই হল সব
হুতাশে।
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে!

দুরাকাঙ্ক্ষা।

কেন নিবে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসরবাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

কেন ঝরে গেল ফুল?
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ভয়াকুল,
তাই ঝরে গেল ফুল।

কেন মরে গেল নদী?
আমি বাঁধ বাধি তারে চাহি ধবিবারে
পাইবারে নিরবধি—
তাই মরে গেল নদী।

কেন ছিঁড়ে গেল তার ?
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণবলে
দিয়েছিনু ঝঙ্কার—
তাই ছিঁড়ে গেল তার।

ব্যাঘাত।

কোলে ছিল সুরে বাধা বীণা,
মনে ছিল বিচিত্র রাগিণী,
মাঝখানে ছিঁড়ে যাবে তার
সে কথা ভাবিনি !
ও গো আজি প্রদীপ নিবাও,
বন্ধ কর দ্বার !
সভা ভেঙে ফিরে চলে যাও
হৃদয় আমার !
তোমরা যা আশা করেছিলে
নারিনু পূরাতে !
কে জানিত ছিঁড়ে যাবে তার
গীত না ফুরাতে !

ভেবেছিনু ঢেলে দিব মন
প্লাবন করিব দশ দিশি,
পুষ্পগন্ধে আনন্দে মিশিয়া
পূর্ণ হবে পূর্ণিমার নিশি!
ভেবেছিনু ঘিরিয়া বসিবে
তোমরা সকলে,
গীতশেষে হেসে ভালবেসে
মালা দিবে গলে,
শেষ করে যাব সব কথা,
সকল কাহিনী,
মাঝখানে ছিঁড়ে যাবে তার
সে কথা ভাবিনি।

একটি মাত্র।

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্চে বেঁকে বেঁকে,
একটি ধারে স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে।

মরু-পাহাড় দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল,
বনেব মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল!

২

রৌদ্র তখন মাথাব পরে,
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি!
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের পরে,
আকুল ঘ্রাণে নিইনি তাহার
শীতল পরিমল!
রেখেছিলেম লুকিয়ে, আমার
একটি আঙুর ফল!

৩

বেলা যখন পড়ে' এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
নিঃশ্বাসিয়া উঠ্‌ল হুহু
ধূধূ বালুর ডাঙা ;—
থাক্‌তে দিনের আলো,
ঘরে ফেরাই ভালো,—
তখন খুলে দেখ্‌নু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল,
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল !

অকালে।

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস্‌
পসরা লয়ে ?
সন্ধ্যা হল, ঐ যে বেলা
গেলরে বয়ে।

যে-যার বোঝা মাথার পরে
ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর খণ্ড শশী
উঠ্‌ল পল্লীশিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে
উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,
হাহা করে প্রতিধ্বনি
নদীর তীরে তীরে।

কিসের আশে উর্দ্ধশ্বাসে
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস্
পসরা লয়ে ?

সুপ্তি দিল বনের শিরে
হস্ত বুলায়ে,
কাকা ধ্বনি থেমে গেল
কাকের কুলায়ে।

বেড়ার ধারে পুকুর পাড়ে
ঝিল্লি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,

বাতাস ধীরে পড়ে’ এল,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা।
হের ঘরের আঙিনাতে
শ্রান্ত জনে শয়ন পাতে,
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে
বিরাম-সুধা-মাখা।

সকল চেষ্টা শান্ত যখন
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস্
পসরা লয়ে ?

শেষ উপহার।

যাহা কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে’
ডালখানি ভরে’,—
কাল কি আনিয়া দিব যুগল চরণে
তাই ভাবি মনে।

বসন্তে সকল ফুল নিঃশেষে ফুটায়ে দিয়ে
　　তরু তার পরে
একদিনে দীনহীন, শূন্যে দেবতার পানে
　　চাহে রিক্ত করে!

আজি দিন শেষ হলে যদি মোর গান
　　হয় অবসান,
কাল প্রাতে এ গানের স্মৃতিসুখলেশ
　　রবে না কি শেষ?
শূন্য থালে মৌনকণ্ঠে নতমুখে আসি যদি
　　তোমার সম্মুখে,
তখন্ কি অগৌরবে চাহিবে না একবার
　　ভকতের মুখে?

দিই নি কি প্রাণপূর্ণ হৃদিপদ্মখানি
　　পাদপদ্মে আনি?
দিইনি কি কোনো ফুল অমর করিয়া
　　অশ্রুতে ভরিয়া?
এত গান গাহিয়াছি. তার মাঝে নাহি কি গো
　　হেন কোনো গান

আমি চলে গেলে তবু বহিবে যে চিরদিন
অনন্ত পরাণ ?

সেই কথা মনে করে দিবে না কি, নব
বরমাল্য তব,
ফেলিবে না আঁখি হতে একবিন্দু জল
করুণা-কোমল,
আমার বসন্তশেষে রিক্তপুষ্প দীনবেশে
নীরবে যে দিন
ছলছল আঁখিজলে দাঁড়াইব সভাতলে
উপহারহীন ?

সমাপ্তি।

যদিও বসন্ত গেছে তবু বারে বারে
সাধ যায় বসন্তের গান গাহিবারে।
সহসা পঞ্চম রাগ আপনি সে বাজে,
তখনি থামাতে চাই শিহরিয়া লাজে।

যত না মধুর হোক্ মধু রসাবেশ
যেথানে তাহার সীমা সেথা কর শেষ।
যেথানে আপনি থামে যাক্ থেমে গীতি,
তার পরে থাক্ তার পরিপূর্ণ স্মৃতি।
পূর্ণতারে পূর্ণতর করিবারে, হায়,
টানিয়া কোরো না ছিন্ন বৃথা দুরাশায়!
নিঃশব্দে দিনের অন্তে আসে অন্ধকার,
তেমনি হউক্ শেষ শেষ যা হবার!
আসুক্ বিষাদভরা শান্ত সান্ত্বনায়
মধুর মিলন অন্তে সুন্দর বিদায়!

রাহুর প্রেম।

শুনেছি আমারে ভাল লাগে না
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাধনে চরণ বেড়িয়া,
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া,
লৌহ শৃঙ্খলের ডোর!

তুইত আমার বন্দী অভাগিনী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে!
জগৎ মাঝারে, যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত শীতে, দিবসে, নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে,
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে!
চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়,
রব গায় গায় মিশি,
এ বিষাদ-ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্যসম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি!

অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া,
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখন পাশেতে,
কখন সমুখে কখন পশ্চাতে
আমার আঁধার কায়া।
যে দিকে চাহিবি, আকাশে, আমার
আঁধার মূরতি অাঁকা,
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে,
জগৎ পড়িবে ঢাকা!
দুঃস্বপ্নের মত, দুর্ভাবনা সম,
তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবস রজনী এ মুখ দেখিব
তোমার নয়ন-নীরে!
মোর এক নাম কেবলি বসিয়া
জপিব কানেতে তব,
কাঁটার মতন, দিবস রজনী
পায়েতে বিঁধিয়ে রব!
পূর্ব্বজনমের অভিশাপসম
রব আমি কাছে কাছে,

ভাবী জনমের অদৃষ্টের মত
বেড়াইব পাছে পাছে !
ঢালিয়া আমার প্রাণের আঁধার,
বেড়িয়া রাখিব তোর চারিধার
নিশীথ রচনা করি।
কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন,
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী !
হের অন্ধকার মরুময়ী নিশা,
আমার পরাণ হারায়েছে দিশা,
অনন্ত এ ক্ষুধা, অনন্ত এ তৃষা,
করিতেছে হাহাকার,
আজিকে যখন পেয়েছিরে তোরে,
এ চির-যামিনী ছাড়িব কি করে ?
এ ঘোর পিপাসা যুগ-যুগান্তরে
মিটিবে কি কভু আর ?
বুকের ভিতরে ছুরীর মতন,
মনের মাঝারে বিষের মতন,
রোগের মতন, শোকের মতন
রব আমি অনিবার !

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
আশার পশ্চাতে ভয়,
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময় !
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এই ত নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চির দিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে !

উচ্ছৃঙ্খল।

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ
কেন গো অমন করে ?
তুমি চিনিতে নারিবে বুঝিতে নারিবে মোরে !
আমি কেঁদেছি হেসেছি ভাল যে বেসেছি
এসেছি যেতেছি সরে'
কি জানি কিসের ঘোরে !

কোথা হ'তে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরাণ মম,
বিধাতার এক অর্থ বিহীন
প্রলাপ-বচন সম!

প্রতিদিন যারা আছে সুখে দুখে
আমি তাহাদের নই,—
আমি এসেছি নিমেষে যাইব নিমেষ বই।
আমি আমারে চিনিনে, তোমারে জানিনে,
আমার আলয় কই।

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ
অনিয়ম শুধু আমি।
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধরে' দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী।
শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।
ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল।
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।

এ আবেগ নিয়ে কা'র কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
দু'খানি বাহুর ডোরে!

আমি কেবল কাতর গীত!
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত যে আকুল আশা,
কত যে তীব্র পিপাসা-কাতর ভাষা!

ওগো তোমরা জগৎ-বাসী,
তোমাদের আছে বরষ বরষ
দরশ পরশ রাশি ;
আমার কেবল একটি নিমেষ,
তা'রি তরে ধেয়ে আসি।

*

শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চিরদিবসের
চির মনোব্যাকুলতা।
কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া
কে জানে চলেছি কোথা!
ওগো মিটে না তাহাতে মিটে না প্রাণের ব্যথা!

গীতহীন।

চলে গেছে মোর বীণাপাণি
কতদিন হল সে না জানি।
কি জানি কি অনাদরে বিস্মৃত ধূলির পরে
ফেলে রেখে গেছে বীণাখানি!

ফুটেছে কুসুম রাজি,— নিখিল জগতে আজি
আসিয়াছে গাহিবার দিন,
মুখরিত দশদিক্ অশ্রান্ত পাগল পিক,
উচ্ছ্বসিত বসন্ত-বিপিন।
বাজিয়া উঠেছে ব্যথা, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
মনে ভরি উঠে কত বাণী,
বসে আছি সারাদিন গীতহীন স্তুতিহীন,—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি !

আর সে নবীন সুরে বীণা উঠিবে না পূরে,
বাজিবে না পুরাণো রাগিণী ;
যৌবনে যোগিনী মত, লয়ে নিত্য মৌনব্রত
তুই বীণা রবি উদাসিনী।
কে বসিবে এ আসনে মানস-কমলবনে,
কার কোলে দিব তোরে আনি,—
থাক্ পড়ে' ওইখানে চাহিয়া আকাশপানে —
চলে গেছে মোর বীণাপাণি !

কখনো মনের ভুলে যদি এরে লই তুলে
বাজে বুকে বাজাইতে বীণা।

যদিও নিখিল ধরা বসন্তে সঙ্গীতে ভরা,
তবু আজি গাহিতে পারি না।
কথা আজি কথা সার, সুর তাহে নাহি আর,
গাঁথা ছন্দ বৃথা বলে' মানি,—
অশ্রুজলে ভরা প্রাণ, নাহি তাহে কলতান,—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি!

ভাবিতাম সুরে বাঁধা এ বীণা আমারি সাধা,
এ আমার দেবতার বর,
এ আমারি প্রাণ হতে মন্ত্রভরা সুধাস্রোতে
পেয়েছে অক্ষয় গীতস্বর।
একদিন সন্ধ্যালোকে অশ্রুজল ভরি চোখে
বক্ষে এরে লইলাম টানি'—
আর না বাজিতে চায়,—তখনি বুঝিনু হায়
চলে গেছে মোর বীণাপাণি!

অসময়।

হয়েছে কি তবে সিংহ-দুয়ার বন্ধ রে?
এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি?

দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে,
ফুরাল কি পথ? এসেছি পুরীর কাছে কি?
মনে হয় সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে
রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে!

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে?
ও যে দুটি তারা দূর পশ্চিম গগনে।
ও কি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনক মঞ্জীরে?
ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে।
মরীচিকা লেখা দিগন্তপথ রঞ্জি' রে
সারাদিন আজি ছলনা করেছে হতাশে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

এতদিনে সেথা বন-বনান্ত নন্দিয়া
নব-বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি!
তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
নব আনন্দে ফিরিছে যুবক-যুবতী।

বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া
ডাকিছে সবারে আছে যারা দূর প্রবাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে,
মুক্ত আকাশে যাপিবে জ্যোৎস্না-যামিনী।
দলে দলে চলে বাঁধাবাঁধি বাহু-বন্ধনে,
ধ্বনিছে শূন্যে জয়-সঙ্গীত-রাগিণী।
নূতন পতাকা নূতন প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে
দক্ষিণবায়ে উড়িছে বিজয়-বিলাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে!

সারা নিশি ধরে বৃথা করিলাম মন্ত্রণা,
শরৎ-প্রভাত কাটিল শূন্যে চাহিয়া,
বিদায়ের কালে দিতে গেনু কারে সান্ত্বনা,
যাত্রীরা হোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া!
আপনারে শুধু বৃথা করিলাম বঞ্চনা,
জীবন-আহুতি দিলাম কি আশা-হুতাশে!

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন্ বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে!

প্রভাতে আমায় ডেকেছিল সবে ইঙ্গিতে,
বহুজনমাঝে লয়েছিল মোরে বাছিয়া,
যবে রাজপথ ধ্বনিয়া উঠিল সঙ্গীতে
তখনো বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়া।
এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে,
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে!
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে!

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে,
শান্তি সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।
দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন্ বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিছে আকাশে!

দুঃসময়।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা!

এ নহে মুখর বন-মর্ম্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে;
কোথারে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথারে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা!
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা!

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্ব্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে ;
বিশ্ব-জগৎ নিঃশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে ;
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা ;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা !

ঊর্দ্ধ আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি' তোমাপানে আছে চাহিয়া ;
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছ্বলি
শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া ;
বহু দূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এস এস সুরে করুণ মিনতি-মাখা ;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা !

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা !

ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে' ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা!
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
ঊষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা!

যাত্রী।

ওরে যাত্রী যেতে হবে বহুদূর দেশে!
কিসের করিস্ চিন্তা বসি পথশেষে,
কোন্ দুঃখে কাঁদে প্রাণ! কার পানে চাহি
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি
শুধু মুগ্ধনেত্র মেলি! কার কথা শুনে
মরিস্ জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে!
কোথায় রহিবে পড়ি এ তোর সংসার!
কোথায় পশিবে সেথা কলরব তার!
মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মত,
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুর-ক্ষত।

নীরবে জ্বলিবে তব পথের দুধারে
গ্রহতারকার দীপ কাতারে কাতারে।
তখনো চলেছ একা অনন্ত ভুবনে,
কোথা হতে কোথা গেছ না রহিবে মনে!

পথিক।

আলো নাই দিন শেষ হ'ল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
ঘণ্টা বাজিল দূরে,
ও-পারের রাজপুরে,
এখনো যে পথে চলেছিস্ তুই
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

দেখ্ সব ঘরে ফিরে এল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
পূজা সারি দেবালয়ে
প্রসাদী কুসুম লয়ে',
এখন ঘুমের কর আয়োজন

হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

রজনী আঁধার হয়ে আসে, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ওই যে গ্রামের পরে
দীপ জ্ব'লে ঘরে ঘরে,
দীপহীন পথে কি করিবি একা
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস্, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
নামাবি এমন ঠাঁই
পাড়ায় কোথা কি নাই?
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি'
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

পথের চিহ্ন দেখা নাহি যায়
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

কোন্ প্রান্তরশেষে
কোন্ বহুদূরদেশে,
কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

স্থায়ী-অস্থায়ী।

তুলেছিলেম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা,
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা
বাজ্‌ল বুকে ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা।
বেলা যখন পড়ে’ এল
আঁধার এল ছেয়ে
দেখি তখন চেয়ে
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যথা
হে সংসার, হে লতা!

আরো তোমার অনেক কুসুম
ফুট্‌বে যথা তথা,
অনেক গন্ধ অনেক মধু
অনেক কোমলতা
হে সংসার হে লতা।
সে ফুল তোমার সময় ত আর
নাহি আমার হাতে।
আজকে আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা।

উদাসীন।

হাল ছেড়ে আজ বসে' আছি আমি,
ছুটিনে কাহারো পিছু'তে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।

নির্ভয়ে ধাই সুযোগ কুযোগ বিছুরি',
খেয়াল-খবর রাখিনেত কোন-কিছুরি,
উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে' থাকি নীচুতেই, থাকি
নীচুতে!
হাল ছেড়ে আজ বসে' আছি আমি
ছুটিনে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে!

২

যেথা-সেথা ধাই, যাহা তাহা পাই
ছাড়িনেক ভাই ছাড়িনে।
তাই বলে' কিছু কাড়াকাড়ি করে'
কাড়িনে।

যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি,
বকিনে কারেও, শুনিনে কাহারো বকুনি,
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের
নাড়িনে!

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই
ছাড়িনেক ভাই ছাড়িনে!
তাই বলে' কিছু তাড়াতাড়ি করে'
কাড়িনে!

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মত বেজেছি চরণে-
চরণে!

আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত-
বরণে!

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মত বেজেছি চরণে-
চরণে!

৪

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে' খেলাঘরে এসে
জুটেছি!

বুক-ভাঙা বোঝা নেবনারে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া,
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে' তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে' খেলাঘরে এসে
জুটেছি।

৫

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে,—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।

মধুকর-সম ছিনু সঞ্চয়-প্রয়াসী,
কুসুম-কান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী,
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে,
ছিলাম যখন নিলীন বকুল-
শয়নে !

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে,
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।

৬

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে,
যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

যৌবন-বিদায়।

ওগো যৌবন-তরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ করে', দিলেম বিদায় করি।
কতই খেয়া, কতই খেয়াল,
কতই না দাঁড়-বাওয়া,
তোমাব পালে লেগেছিল
কত দখিন হাওয়া!
কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি,
কত স্রোতের টান,
পূর্ণিমাতে সাগর হতে
কত পাগল বান!
এপার হতে ওপার ছেয়ে
ঘন মেঘের সারি,

শ্রাবণ দিনে ভরা গাঙে
দু'কূল-হারা পাড়ি।
অনেক খেলা অনেক মেলা,
সকলি শেষ করে'
চল্লিশেরি ঘাটের থেকে—
বিদায় দিনু তোরে।

ওগো তরুণ তরী,
যৌবনেরি শেষ ক'টি গান দিনু বোঝাই করি।
সে সব দিনের কান্না হাসি,
সত্য মিথ্যা ফাঁকি,
নিঃশেষিয়ে যাসরে নিয়ে
রাখিস্‌নে আর বাকি।
নোঙর দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর,
চাহিসনে আর পাছে,
ফিরে ফিরে ঘুরিস্‌নে আর
ঘাটের কাছে কাছে!
এখন হতে ভাঁটার স্রোতে
ছিন্ন পাল্‌টি তুলে,
ভেসে যা'রে স্বপ্ন সমান
অস্তাচলের কূলে!

সেথায় সোণা-মেঘের ঘাটে
নামিয়ে দিয়ো শেষে
বহু দিনের বোঝা তোমার—
চির-নিদ্রার দেশে !

'ওরে আমার তরী
পারে যাবার উঠ্‌ল হাওয়া ছোট্‌রে ত্বরা করি !
যে দিন খেয়া ধরেছিলেম
ছায়া বটের ধারে,
ভোরের সুরে ডেকেছিলেম
কে যাবি আয় পারে !—
ভেবেছিলেম ঘাটে ঘাটে
কর্‌তে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকো হবে সোণা !
এতবারের পারাপারে—
এত লোকের ভিড়ে
সোণা-করা দু'টি চরণ
দেয়নি পরশ কিরে ?
যদি চরণ পড়ে' থাকে
কোন একটি বারে—

যা'রে সোণার জন্ম নিয়ে—
সোণার মৃত্যু পাবে।

শেষ হিসাব।

সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার
সময় হল হিসাব নেবার।
যে দেব্‌তারে গড়েছিলেম,
দ্বারে যাদের পড়েছিলেম,
আয়োজনটা করেছিলেম
জীবন দিয়ে চরণ-সেবার,
তাঁদের মধ্যে আজ সায়াহ্নে
কেবা আছেন এবং কে নেই,
কেই বা বাকি, কেই বা ফাঁক,
ছুটি নেব সেইটে জেনেই।

২

নাইবা জান্‌লি হায়রে মূর্খ।
কি হবে তোর হিসাব সূক্ষ্ম!

সন্ধ্যা এল. দোকান তোল,
পারের নৌকা তৈরি হল,
যত পার ততই ভোল
বিফল সুখের বিরাট দুঃখ !
জীবনখানা খুল্লে তোমার
শূন্য দেখি শেষের পাতা ;
কি হবে ভাই হিসেব নিয়ে,
তোমার নয়ক লাভের খাতা !

৩

আপ্‌নি আঁধার ডাক্‌চে তোরে,
ঢাক্‌চে তোমায় দয়া করে' !
তুমি তবে কেনই জ্বাল
মিট্‌মিটে ওই দীপের আলো,
চক্ষু মুদে থাকাই ভালো
শ্রান্ত, পথের প্রান্তে পড়ে' !
জানাজানির সময় গেছে,
বোঝাপড়া কর্‌রে বন্ধ !
অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে
থাক্‌রে হ'য়ে বধির অন্ধ !

৪

যদি তোমায় কেউ না রাখে,
সবাই যদি ছেড়েই থাকে,—
জনশূন্য বিশাল ভবে
একলা এসে দাঁড়াও তবে,
তোমার বিশ্ব উদার রবে
হাজার সুরে তোমায় ডাকে!
আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে দেখা,
তুমি একা জগৎ মাঝে,
প্রাণের মাঝে আরেক একা!

৫

ফুলের দিনে যে মঞ্জরী,
ফলের দিনে যাক্ সে ঝরি!
মরিস্‌নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসন্তেরি অন্তে এবে
যারা যাবা বিদায় নেবে
একে একে যাক্‌রে সরি'!
হোক্‌রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ,
হোক্‌রে রিক্ত কল্পলতা!

তোমার থাকুক্ পরিপূর্ণ
একলা থাকার সার্থকতা !

বিদায়।

তোমরা নিশি যাপন কর
এখনো রাত রয়েছে ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহ—
ঘুমতে যাই—ঘুমতে যাই !
মাথার দিব্য উঠোনা কেউ
আগ্ বাড়িয়ে দিতে আমায়,
চলচে যেমন চলুক তেমন
হঠাৎ যেন গান না থামায় !
আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী
একটু যেন বিকল বাজে,
মনের মধ্যে শুন্‌চি যেটা
হাতে সেটা আস্‌চে না যে !
একেবারে থামার আগে
সময় রেখে থাম্‌তে যে চাই,—

আজ্‌কে কিছু শ্রান্ত আছি,—
ঘুমতে যাই—ঘুমতে যাই!

আঁধার আলোয় শাদায় কালোয়
দিন্‌টা ভালই গেছে কাটি,
তাহার জন্যে কারো সঙ্গে
নাইক কোন ঝগড়া-ঝাঁটি।
মাঝে মাঝে ভেবেছিলুম
একটু-আধটু এটা-ওটা
বদল যদি পার্‌ত হতে
থাকৃতনাক কোন খোঁটা,—
বদল হলে তখন মনটা
হয়ে পড়ত ব্যতিব্যস্ত,
এখন যেমন আছে আমার
সেইটে আবার চেয়ে বস্‌ত!
তাই ভেবেছি দিনটা আমার
ভালই গেছে,—কিছু না চাই—
আজকে শুধু শ্রান্ত আছি,
ঘুমতে যাই—ঘুমতে যাই!

———

দুর্দ্দিন।

এতদিন পরে প্রভাত এসেছে
কি জানি কি ভাবি মনে !
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধার বনে।
কাননের পথ ভেসে গেছে জলে,
বেড়াগুলি ভেঙে পড়েছে ভূতলে,
নব ফুটন্ত ফুলের দণ্ড
লুটায় তৃণের সনে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে !

২

হেরগো আজিও প্রভাত-অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা !
রহি রহি আজো ঘনায়ে ঘনায়ে
ঝরিছে বাদল ধারা।
মাতাল বাতাস আজো থাকি থাকি
চেতিয়া চেতিয়া উঠে ডাকি ডাকি,

জড়িত পাখায় সিক্ত শাখায়
দোয়েল দেয়না সাড়া।
আজিও আঁধার প্রভাতে অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা।

৩

এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি,
এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার
পূজার ফুলের সাজি।
এত মধুমাস গেছে বারবার
ফুলের অভাব ঘটেনি তোমার
বন আলো করি ফুটে ছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি।
এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি!

৪

আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই?
কাল যাহা ছিল সে ছায়া সে আলো
সে গন্ধগান নাই!

তবু ক্ষণকাল রহ ত্বরাহীন,
ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন
ভূতল হইতে যতনে তুলিয়া
ধুয়ে ধুয়ে দিব তাই !
আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ?

৫

এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে !
প্রভাত আজিকে অরুণবিহীন
কুসুম লুটায় বনে।
যাহা আছে লও প্রসন্ন করে,
ও সাজি তোমার ভরে কি না ভরে,
ঐ যে আবার নামে বারিধার
ঝরঝর বরষণে !
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে !

ভর্ৎসনা।

মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ?
আমি তোমার পাড়ার প্রান্ত দিয়ে
চলেছিলেম আপন গৃহদ্বারে।
যেথা আমার বাঁধা ঘাটের কাছে
দুটি চাঁপায় ছায়া করে' আছে,
জামের শাখা ফলে আঁধার করা
স্বচ্ছগভীর পদ্মদীঘির ধারে।
তুমি আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে।

আজ ত আমি মাটির পানে চেয়ে
দীনবেশে যাইনি তোমার ঘরে।
অতিথ্ হয়ে দিইনি দ্বারে সাড়া,
ভিক্ষাপাত্র নিইনি কাতর করে।
আমি আমার পথে যেতে যেতে
তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে
ঘনশ্যামল তমাল তরুমূলে
দাঁড়িয়েছি এই দণ্ড দুয়ের তরে।

নতশিরে দু'খানি হাত যুড়ি'
দীনবেশে যাইনি তোমার ঘরে!

২

আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাইত যূথীব একটি দল !
আমি তোমার ফলেব শাখা হতে
ক্ষুধাভরে ছিঁড়ি নাইত ফল !
আছি শুধু পথের প্রান্তদেশে,
দাঁড়ায় যেথা সকল পান্থ এসে,
নিয়েছি এই শুধু গাছের ছায়া
পেয়েছি এই তরুণ তৃণতল !
আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাইত যূথীর একটি দল!

৩

শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায !
আষাঢ় মেঘে হঠাৎ এল ধারা
আকাশ-ভাঙ্গা বিপুল বরষায় !
ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো তালে
উঠল নৃত্য বাঁশের ডালে ডালে,

ছুট্‌ল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী
ভগ্নরণে ছিন্ন কেতুর প্রায়!
শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়!

৪

কেমন করে' জান্‌ব মনে আমি
কি যে আমায় ভাব্‌লে মনে মনে?
কাহার লাগি একলা ছিলে বসে'
মুক্তকেশে আপন বাতায়নে?
তড়িৎশিখা ক্ষণিকদীপ্তালোকে
হান্‌তেছিল চমক্ তোমার চোখে,
জান্‌ত কেবা দেখ্‌তে পাবে তুমি
আছি আমি কোথায় যে কোন্ কোণে!
কেমন করে' জান্‌ব মনে আমি
আমায় কি যে ভাব্‌লে মনে মনে?

৫

বুঝিগো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে'।
থেমে এল বাতাস বেণুবনে,

মাঠের পরে বৃষ্টি এল ধরে' !
তোমার ছায়া দিলেম তবে ছাড়ি,
লওগো তোমার ভূমি-আসন কাড়ি,
সন্ধ্যা হ'ল, দুয়ার কর রোধ,
যাব আমি আপন পথপরে।
বুঝিগো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে' !

৬

মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে !
আছে আমার নতুন-ছাওয়া ঘর
পাড়ার পরে পদ্মাদীঘির ধারে।
কুটীরতলে দিবস হ'লে গত
জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মত,
আমি কারো চাইনে কোন দান
কাঙাল বেশে কোন ঘরের দ্বারে !
মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে !

বোঝাপড়া।

মনেরে আজ কহ, যে,
ভালমন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে!

কেউ বা তোমায় ভালবাসে
কেউ বা বাস্‌তে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউবা
সিকি পয়সা ধারে না যে!
কতকটা সে স্বভাব তাদের,
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক,—
সবার তরে নহে সবাই!
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে,
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে,
পরের ভোগে থাক্‌বে বাকি।
মান্ধাতারি আমল থেকে
চলে আস্‌চে এম্‌নি রকম

তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম !
মনেরে আজ কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগ্‌ল বুকের অন্দরেতে।
মুহূর্ত্তেকে পাঁজর গুলো
উঠ্‌ল কেঁপে আর্ত্তরবে,—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে' মর্ত্তে হবে ?
ভেসে থাক্‌তে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার ত বিনাবাক্যে
টুপ্ করিয়া ডুবে যেয়ো !
এটা কিছু অপূর্ব্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবি,—

শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেই খানে হয় জাহাজ-ডুবি।
মনেরে তাই কহ, যে,
ভালমন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয়নি সবাই,
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়,
কেউবা মরে তোমার চাপে,—
তবু ভেবে দেখ্‌তে গেলে
এম্‌নি কিসের টানাটানি?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া' যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর

তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর!
মনেরে তাই কহ, যে,
ভালমন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে!

নিজের ছায়া মস্ত করে'
অস্তাচলে বসে' বসে'
আঁধার করে' তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে'
নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,
দোহাই তবে এ কার্য্যটা
যতই শীঘ্র পারো সারো!
খুব খানিক্‌টে কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া—
মনের সঙ্গে এক রকমে
করেনে ভাই বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোল!

ভুলে যা' ভাই কাহার সঙ্গে
কতটুকুন্ তফাৎ হোলো!
মনেরে তাই কহ, যে
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে!

হতভাগ্যের গান।

বন্ধু!
কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস!
রিক্ত যারা সর্ব্বহারা
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তারা ক্রীতদাস!

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
  করব মোরা পরিহাস!

আমরা সুখের স্ফীতবুকের
  ছায়ার তলে নাহি চরি!
আমরা দুখের বক্রমুখের
  চক্র দেখে ভয় না করি!
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে
  ভিন্ন করব নীলাকাশ!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
  করব মোরা পরিহাস!

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী,
  তুমি দেবি অচঞ্চলা!
তোমার রীতি সরল অতি
  নাহি জান ছলাকলা!
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা
নাইক তাহে প্রতারণা,

টানো যখন মরণ ফাঁসি
   বলনাক মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেবে
   কবব মোবা পবিহাস।

ধবার যাবা সেবা সেবা
   মানুষ তাবা তোমাব ঘবে।
তাদেব কঠিন শয্যাখানি
   তাই পেতেছ মোদেব তবে।
আমবা ববপুত্র তব,
যাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায দিব ধন্যধ্বনি
   মাথায় বহি সর্ব্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেবে
   করব মোবা পবিহাস।

যৌববাজ্যে বসিয়ে দে মা
   লক্ষ্মীছাডাব সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয করুক্ পাখা
   তোমাব যত ভৃত্যগণে।

দগ্ধভালে প্রলয়-শিখা
দিক্ মা এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা
জীর্ণ কন্থা, ছিন্নবাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস!

লুকোক্ তোমার ডঙ্কা শুনে
কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক্ ছুটে পুচ্ছ তুলে
মিথ্যে চাটু মক্কা কাশি!
আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা
জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,
থাক্‌বে তুমি থাক্‌ব আমি
সমানভাবে বারো মাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস!

শঙ্কা তরাস লজ্জা সরম,
চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে।

ধূলো, সে তোর পায়ের ধূলো,
তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, "ঠাকুরাণী.
তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
তারেও ফাঁকি দিতে চাস।"
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

মৃত্যু যেদিন বলবে "জাগো,
প্রভাত হল তোমার রাতি"—
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের
চন্দ্র সূর্য্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
চিরদিনের প্রতিবেশী
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর
জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ,—
বিদায় কালে অদৃষ্টেরে
করে যাব পরিহাস।

কৃতার্থ।

এখনো ভাঙেনি ভাঙেনি মেলা,
নদীর তীবের মেলা।
এ শুধু আষাঢ়-মেঘের আঁধার,
এখনো রয়েছে বেলা।
ভেবেছিনু দিন মিছে গোঙালেম,
যাহা ছিল বুঝি সব খোয়ালেম,
আছে আছে তবু আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি!
আমারো ভাগ্যে আজ ঘটে নাই
কেবলি ফাঁকি!

২

বেচিবার যাহা বেচা হয়ে গেছে
কিনিবার যাহা কেনা;
আমি ত চুকিয়ে দিয়েছি নিয়েছি
সকল পাওনা দেনা।
দিন না ফুরাতে ফিরিব এখন;
প্রহরী চাহিছে পসরার পণ?

ভয় নাই ওগো আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি !
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
কেবলি ফাঁকি।

৩

কখন্ বাতাস মাতিয়া আবার
মাথায় আকাশ ভাঙে !
কখন্ সহসা নামিবে বাদল
তুফান উঠিবে গাঙে।
তাই ছুটাছুটি চলিয়াছি ধেয়ে ;
পারাণীর কড়ি চাহ তুমি নেয়ে ?
কিসের ভাবনা, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি !
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
কেবলি ফাঁকি।

৪

ধানক্ষেত বেয়ে বাঁকা পথখানি,
গিয়েছে গ্রামের পারে।
বৃষ্টি আসিতে দাঁড়ায়ে ছিলেম
নিরালা কুটীরদ্বারে।

থামিল বাদল, চলিনু এবার ;
হে দোকানী চাও মূল্য তোমার ?
ভয় নাই ভাই, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলি ফাঁকি !

৫

পথের প্রান্তে বটের তলায়
বসে' আছ এইখানে,—
হায়গো ভিখারী চাহিছ কাতরে
আমারো মুখের পানে !
ভাবিতেছ মনে বেচাকেনা সেরে
কত লাভ করে' চলিতেছে কে রে !
আছে আছে বটে আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি !
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলি ফাঁকি !

৬

আঁধার রজনী, বিজন এ পথ,
জোনাকি চমকে গাছে।

কে তুমি আমার সঙ্গ ধরেছ,
নীরবে চলেছ পাছে ?
এ ক'টি কড়ির মিছে ভাব বওয় !
তোমাদের প্রথা কেড়েকুড়ে লওয়া !
হবেনা নিরাশ, আছে, আছে, কিছু
রয়েছে বাকি !
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
কেবলি ফাঁকি !

৭

নিশি দুপহর পঁহুছিনু ঘব
দুহাত রিক্ত করি।
তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখী সম এলে মোর বুকে,
আছে আছে, বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকি।
আমাবো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলি ফাঁকি!

তৃতীয় ভাগের

বর্ণানুক্রম সূচী।